CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-81 ■ 27 December, 2024 ■ আগরতলা ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১১ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মনমোহন সিংহ প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ।। বছর শেষে মিলল দু:সংবাদ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ প্রয়াত হয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক উদারীকরণের পুরোধাপুরুষের সারা দেশেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতায় তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল দিল্লি এমসে। রাত ৮টা নাগাদ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। রাতে হাসপাতালেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

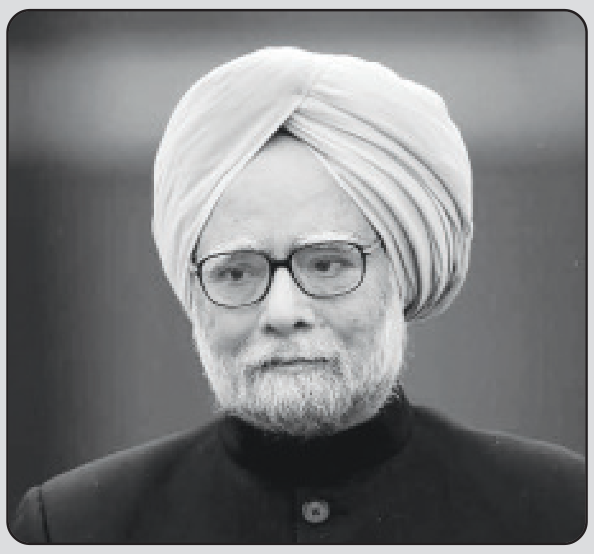

দিল্লি এমসের তরফে জানানো হয়েছে, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বাড়িতেই হঠাৎ সংজ্ঞা হারান তিনি। রাত ৮টা ৬ মিনিটে তাঁকে দিল্লি এমসের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসক দলের সবরকম চেষ্টার পরেও তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। রাত ৯টা ৫১ মিনিটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানিয়েছে দিল্লি এমস।

পিভি নরসিংহ রাও পরিচালিত সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছেন ড. মনমোহন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট জমানায় ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন তিনি। ১৯৮২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৫ সালের ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর পদেও আসীন ছিলেন তিনি। টানা ৩৩ বছর রাজ্যসভার সাংসদ থাকলেও এ বছরই তাঁর মেয়াদ শেষ হয়। বিরোধী দলনেতার দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। যদিও বেশ কিছু বছর ধরেই তাঁকে আর সরাসরি রাজনীতির ময়দানে সেই অর্থে দেখা যায়নি।

অসাধারণ মেধাবী মনমোহন সিং অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন। এরপর তিনি কেমব্রিজে চলে যান এবং অবশেষে অক্সফোর্ড থেকে ডি ফিল অর্জন করেন। ভারতে উদার অর্থনীতির জনক ছিলেন মনমোহন সিং। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কোভিডে আক্রান্ত হন তিনি। হাসপাতালে ভর্তিও করানো হয়েছিল। তবে সেই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তার পর থেকে শরীর কমবেশি অসুস্থই ছিল তাঁর।

তাঁর অসুস্থতার খবর পাওয়া মাত্রই হাসপাতালে পৌঁছে যান কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। তড়িঘড়ি কর্নাটকের বেলাগাভি থেকে তড়িঘড়ি দিল্লি ফিরে আসেন রাহুল গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খাড়্গোরাও। আসেন সোনিয়া গান্ধীও। স্থগিত করে দেওয়া হয় কর্ণাটকের বেলগাভিতে আগামীকালের যাবতীয় কর্মসূচি।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় তিনি লেখেন, ভারত তার অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ডঃ মনমোহন সিং জি-এর মৃত্যুতে শোকাহত। নম্র উত থেকে উঠে তিনি একজন সম্মানিত অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। তিনি অর্থমন্ত্রী সহ বিভিন্ন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন, যা বছরের পর বছর ধরে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিতে একটি শক্তিশালী ছাপ রেখে গেছে। সংসদে তার হস্তক্ষেপও ছিল অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি মানুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহানামব্রত আশ্রমে শীতবস্ত্র প্রদান

কাজের মধ্য দিয়েই ধর্মের পরিচয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। ধর্মের মূল কথা হলো মনের সমস্ত গ্লানি দূর করে শুভচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। শুভ চেতনায় মানুষের জন্য কাজ করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। আজ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১২১ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বনমালীপুর স্থিত শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে আয়োজিত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, ভাগবত গঙ্গোত্তরী, মানবধর্মের উদ্গাতা মহামহোপাধ্যায় বৈষ্ণবার্চ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১২১ তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে আজ আগরতলায় শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে এক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হযেছে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিখিল ত্রিপুরা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সংস্থার সভাপতি ডা. সঞ্জয় নাথ, উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. তপন দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহানাম সেবক সংঘ মানব কল্যাণে বরাবরই সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া, জনগণকে নানা ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছে মহানাম সেবক সংঘ। তিনি সংঘের কর্মধারার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি আমাদের যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে। আমাদের কাজের মধ্য দিয়েই ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজিও আমেরিকার শিকাগো শহরে সনাতন ধর্ম নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। যা আজও দৃষ্টান্ত হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্পুই হিলে খাদে গাড়ি আহত বঙ্গের তিন পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ ডিসেম্বর।। জম্পুই হিলে ঘুরতে এসে গুরুতর আহত হলেন পশ্চিমবঙ্গের তিন পর্যটক। যান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পর্যটকদের গাড়ি ১০০ ফুট নিচে খাদে পড়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন চালক সহ চারজন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জম্পুই হিলে ঘুরতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একই পরিবারের তিনজন সদস্য। জম্পুই হিল পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন তারা। যাওয়ার পথে সাতকিলো এলাকায় যান দুর্ঘটনায় টিআর-০৭-এফ-০২৬৮ নম্বরের তাদের গাড়িটি ১০০ ফুট নিচে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের সাহায্যে দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। তাদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন সদস্য এবং গাড়িচালক রয়েছেন। আহতরা পশ্চিমবঙ্গের সোদপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রতনু সরকার (৫০), ললিতা ঘোষ (৪১), এবং তাদের সন্তান একব্রত দাস (৮)। আহত হয়েছেন গাড়ি চালক প্রসেনজিৎ সাহাও। তাদের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে।

জেসমিন আক্তারের বাড়ি থেকে উদ্ধার বন্দুক, গ্রেপ্তারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর ।। ফের রাজনগরের জেসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকাবাসীরা। তোর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বন্ধুক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এসপি কিরণ কুমার কে এর নিকট জেসমিন আক্তারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসীরা।

এলাকাবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাজনগর এলাকার এক স্পা সেন্টারের মালিক জেসমিন আক্তার নিজ বাড়িতে অসামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।। এই বিষয়ে দুইবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয়রা।

পুলিশ তাকে আটক করে আনলেও পরবর্তী সময় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মধ্যে দু তিন দিন বন্ধ থাকলেও পুনরায় জেসমিন আক্তার রাজনগর এলাকায় অসামাজিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল বড়দিন উপলক্ষে তার বাড়ির সামনে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকার কুখ্যাত নেশা কারবারি এবং অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত কিছু যুবক নিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন জসমিন আক্তার।

এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। গভীর রাত হয়ে গেলে স্থানীয়রা জেসমিন আখতার কে বাধা দান করলে সে ঘর থেকে বন্দুক নিয়ে এসে স্থানীয় দের হুমকি দিতে থাকে। এমনকি বেশ কয়েকজনকে মারধর করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সঙ্গে কিছুটা ধস্তাধস্তি হয় স্থানীয়দের। এতে কয়েকজন স্থানীয় নাগরিক আক্রান্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠে এসেছে। এমনকি পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় মহিলারা। বৃহস্পতিবার এসপি অফিস ঘেরাও করে জেসমিন আক্তারকে গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পুলিশ সহযোগিতা না করলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

ইউপিএসসি প্রত্যাশী সাগর পেলেন ৫ লাখ টাকার মঞ্জুরিপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। ইউপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি এবং মেইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আগরতলার কৃষ্ণনগর নতুনপল্লীস্থিত সাগর দত্ত মজুমদারকে রাজ্য সরকারের লক্ষ্য-চিফ মিনিস্টার'স স্পেশাল স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ তার সরকারি বাসভবনে বৃত্তি প্রাপক ইউপিএসসি প্রত্যাশী সাগর দত্ত মজুমদারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার মঞ্জুরিপত্র তুলে দেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, সহ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কৃতি সন্তান সাগর দত্ত মজুমদারের এই সাফল্যের জন্য তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ইউপিএসসি প্রত্যাশীদের জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর লক্ষ্য-চিফ মিনিস্টার'স স্পেশাল স্কলারশিপ প্রকল্পটি চালু করে। ইউপিএসসি পরিচালিত সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করে যে সকল ইউপিএসসি প্রত্যাশী মেইন পরীক্ষায় বসবে এবং মেইন পরীক্ষায় পাশ করে মৌখিক পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

এক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ পরীক্ষার্থীরা এককালীন ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মেইন পরীক্ষার জন্য বৃত্তি হিসেবে ২০ হাজার টাকা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী ইউপিএসসি প্রত্যাশীদের অবশ্যই ত্রিপুরার বাসিন্দা এবং পরিবারের মোট বার্ষিক আয় ১০ লক্ষ টাকার নিচে হতে হবে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রাজ্যের ৯ জন ইউপিএসসি প্রত্যাশী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎকর্মীর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। ওই ঘটনায় উদয়পুর পালাটানা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ঠিকাদারের অধীনে টাকারজলা এলাকায় বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়েছিলেন রূপক সাহা নামে এক বিদ্যুৎ কর্মী। তখন কাজ করার সময় হঠাৎ করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে পড়ে যায়। সাথে সাথে সহকর্মীরা প্রথমে তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে জিবি হাসপাতালের স্থানান্তর করে। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

বীর বালক দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংয়ের পাঁচ এবং আট বছর বয়সি সন্তান সাহেবজাদারা ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে শহীদ বীর বালক দিবস উদযাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি বিধায়ক ভগবান দাস। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক তাপস মজুমদার এবং মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ ডিসেম্বর।। এক মনিপুরী হিন্দু সম্প্রদায়ের নাবালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করার অভিযোগ উঠে এক মুসলিম যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনা কৈলাসহর নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামারকান্দি ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কৈলাসহর ইরানি থানার অধীনে মাগরুল্লী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মুয়াকির আলীর ছেলে সাইফুর রহমান নামে এক মুসলিম যুবক কামারকান্দি ৩ নং ওয়ার্ডের ১৬ বছরের ওই নাবালিকার বাড়িতে, বৃহস্পতিবার দুপুর একটা নাগাদ আসে, অভিযোগ ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্রই ওই যুবক ওই নাবালিকাকে বলপূর্বক একটি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

তখন ওই নাবালিকার পিতা ঘরে ছিলেন না। উক্ত ঘটনা শোনার পর তিনি ঘরে ফিরে এসে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর ওই নাবালিকার কোন সন্ধান পাননি। এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় হিন্দু সংগঠনের ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল সরকারের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা অভিযুক্ত সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে কৈলাসহর মহিলা থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ মূলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের জেরে এই ঘটনা বলেই দাবি করেছেন এলাকাবাসীরা।

বক্সনগরে দমকল বাহিনী না থাকায় পুড়ে ছাই খরের গাদা, ক্ষোভ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৬ ডিসেম্বর ।। বক্সনগরে দমকল বাহিনী না থাকায় প্রায়ই সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও এখনো ওই এলাকায় দমকল বাহিনীর ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই এলাকায় এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এবার বক্সনগরে দমকলের ব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে আশাবাড়ি বিওপি ক্যাম্পের সংলগ্ন ৩নং ওয়ার্ডের মফিজ মিয়ার খরের গাদায় আগুন লেগে যায়। পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মফিজ এবং তার পরিবারের লোকজন কিভাবে এই আগুন লেগেছিল তার কিছু আন্দাজ করতে পারেনি। খড়ের কুঞ্জিতে আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে দেখে বাড়ির সকলেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। সেখানে ছুটে আসেন পড়ার মানুষও।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলম চৌড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ বিশালগড় এবং সোনামুড়া ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করে। কিন্তু বিশালগড় থেকে দমকলের ইঞ্জিন আসতে অনেকটা বিলম্ব হয়ে গেছে। সঠিক সময় পৌঁছতে পারেনি বলে ততক্ষণে খড়ের গাদা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এতে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের প্রতি এলাকাবাসীর ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। তাদের মতে গাড়ি যদি আরো তাড়াতাড়ি আসতো তাহলে খড়ের গাদা বাঁচানো যেত। কিন্তু রাস্তার অনেকটা অংশ খারাপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা দূর করতে বিধায়কের দ্বারস্থ মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৬ ডিসেম্বর।। বাবা দিন মজুর হওয়ায় অর্থাভাবে জন্মগত জটিলতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না ২ বছর বয়সী আরমান হোসেন। দীর্ঘদিন ধরে জন্মগত জটিলতা জনিত সমস্যায় ভুগলেও সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারছে না শিশুটির পরিবার। ঘটনা সোনামুড়ার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাগানবাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত প্রায় ২ বছর আগে উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে জন্মগ্রহন করে সাদ্দাম ও কুলসুমের দ্বিতীয় ছেলে সন্তান আরমান। দরিদ্রতার বেড়াজালে জর্জরিত পরিবারটি। তাঁর বাবা সাদ্দাম হোসেন পেশায় দিনমজুর। জন্মগত ভাবে পায়ুদ্বারহীন আরমান। জন্মের ৫ দিনের মাথায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে পেটে লাগানো নল দিয়েই ২ বছর ২ মাস যাবৎ মলত্যাগ করছে ওই শিশুটি।

আরমানের জন্মের তৃতীয়দিন হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসার আগে তাঁর মা দেখতে পান সদ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশব্যাপী মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে এইদিনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। আজকে শতবর্ষপূর্ন এই দিনটিকে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে উদযাপন করা হয়েছে। এদিন এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পরবর্তীতে গান্ধী ঘাটে গিয়ে তাঁর শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁরা।

এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা পেতে শুরু করা প্রথম এবং প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯২৪ সালে বেলগামে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই অধিবেশনেই গান্ধীজি অহিংস অসহযোগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি পীযুষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম কৃষক সম্মান নিধির অর্থে ভাগ বসিয়েছে কৃষি তত্ত্বাবধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৬ ডিসেম্বর।। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা দক্ষিণ জেলার সাব্রুম মহকুমার বিজয়নগর পঞ্চায়েত এলাকায়।

প্রসঙ্গত, বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সংকল্প নিয়েছে, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার। সেক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তগুলো সফলতার সাথে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সরকারি দপ্তরগুলো স্বচ্ছতার সাথে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু দপ্তরের একাংশ উচ্চ আধিকারিকরা এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনই একজন প্রতিবন্ধক হলেন মনোহর দাস।

তিনি বাম আমলে দীর্ঘ বছর ধরে সাব্রুম মহকুমা কৃষি দপ্তর তথা সাতচাঁদ কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে পিএম কিষাণ সম্মান নিধির টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, গত ২০১৯ সাল থেকে তিনি গিরগিটির মতন রঙ পাল্টে নিয়ে রক্ত চোষার মত দীর্ঘ বছরের পিএম কিষাণ সম্মান নিধির টাকা চুষে খেয়েছেন। তবে, বর্তমান দক্ষিণ জেলার সভাধিপতির বিচক্ষণতার কারণে চোখ কান খুলে গেছে সরকারি টাকা আত্মসাৎকারী বহু আধিকারিকের।

কিন্তু উল্লেখ্য গুণধর মনোহর বাবু চাকরি জীবনের শুরু থেকেই বিগত কুড়ি বছর ধরে সাব্রুম মহকুমার কৃষি দপ্তরে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন। সেই সুবাদে বিগত বাম আমলে নেতাদের ম্যানেজ করে বহুবার অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এবং বর্তমানে রাম আমলেও এই ধরনের অর্থলোপাটের অব্যাহত রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠছে। এখন দেখার বিষয় বর্তমান রাজ্য সরকার এবং কৃষি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সংবাদ প্রকাশের পর এ নিয়ে কি প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
১১ পৌষ, শুক্রবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নক্ষত্র পতন, শোকস্তব্ধ দেশ

প্রয়াত হইয়াছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। দিল্লির এইমস এ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে প্রয়াত হইয়াছেন তিনি। তাহার মৃত্যুতে কোটা দেশ শোকোস্তব্ধ। রাজনীতির ইতিহাসে নক্ষত্র পতন ঘটিয়াছে। ডঃ মনমোহন সিং ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক (১৯৫৭) এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাফিল্ড কলেজ থেকে অর্থনীতিতে ডি.ফিল (১৯৬২) ডিগ্রি লাভ করেন।ডঃ সিং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্সে অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি ১৯৭১ সালে বাণিজ্য মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রকের সচিব, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন।১৯৯১ সালে ডঃ সিং রাজ্যসভার সদস্য হন এবং একই বছরে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অর্থনৈতিক সংস্কার নীতির ফলে ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন পথে এগিয়ে যায়। ২০০৪ সালে কংগ্রেস পার্টি লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।২০২৪ সালের ৩ এপ্রিল ডঃ সিং সংসদীয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তাঁহার অবসরে একটি আবেগঘন চিঠি লিখে তাঁহার অবদানকে স্মরণ করেন। ডঃ মনমোহন সিং ভারতের ১৪তম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০০৪ সালের ২২ মে থেকে ২০১৪ সালের ২৬ মে পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ (ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স) সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন।তাঁহার অর্থনৈতিক নীতিগুলি ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ পুনরায় জয়লাভ করে এবং তিনি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন।এই সময়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হয়, যাহার মধ্যে দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক মন্দা ছিল উল্লেখযোগ্য।ডঃ সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকাল ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত করিবার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।ডঃ মনমোহন সিং ছিলেন একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং তাঁহার অবদান ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্সে অধ্যাপনা করিয়াছেন।১৯৭১ সালে বাণিজ্য মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করেন।পরবর্তীতে তিনি ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন।১৯৯১ সালে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় ভারত গভীর অর্থনৈতিক সংকটে ছিল।তিনি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় অর্থনীতিতে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, এবং বিশ্বায়নের নীতির সূচনা করেন।তাঁহার এই পদক্ষেপ ভারতকে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে উদ্ধার করে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়া তোলে।

তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান মজবুত করিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন।ডঃ মনমোহন সিং-এর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্ব ভারতকে আজকের বিশ্ব অর্থনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছাইতে সাহায্য করিয়াছে।ডঃ মনমোহন সিং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। অর্থনীতিবিদ এবং প্রশাসক হিসেবে তাঁর দক্ষতা কংগ্রেস দলে তাঁহাকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে।কংগ্রেস দল যখন ১৯৯১ সালে পি.ভি. নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে, তখন মনমোহন সিং-কে অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়।এই সময় ভারত তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়িয়াছিল, এবং মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে উদার অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়।

তাঁহার নীতি কংগ্রেস সরকারের সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করিয়াছিল।২০০৪ এবং ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল ইউপিএ জোটের নেতৃত্বে জয়লাভ করিলে, মনমোহন সিং-কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।তিনি কংগ্রেসের ভাবমূর্তি মজবুত করিয়া ভারতের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিয়াছিলেন।তিনি কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার আস্থা এবং বিশ্বস্ততা বজায় রাখিয়াছিলেন।নিজের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়া কাজ করিয়াছিলেন।কংগ্রেস সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যেমন গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন, তথ্য অধিকার আইন, এবং কৃষি ঋণ মকুব কর্মসূচি তাঁহার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস বিভিন্ন জোটসঙ্গীর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া সরকার পরিচালনা করিয়াছিল।বিশেষ করিয়া, বাম দল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেন। ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বকাল (২০০৪-২০১৪) ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে সরকার অনেক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তবে কিছু ব্যর্থতাও ছিল যা সমালোচনার মুখে পড়ে।তাঁহার সরকারের সময় ভারত অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। ২০০৪-২০০৮ পর্যন্ত ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৮-৯।বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা (২০০৮) মোকাবিলায় তাঁহার নেতৃত্বে সরকারের উদ্যোগগুলি ভারতকে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রাখিতে সাহায্য করে।

ডঃ মনমোহন সিং একজন সৎ এবং মেধাবী নেতা হিসেবে কংগ্রেস এবং ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। তাঁহার সাফল্য যেমন ভারতের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করিয়াছে, তেমনি কিছু ব্যর্থতা সরকারের ভাবমূর্তিকে আঘাত করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, তাঁহার নেতৃত্বে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং সামাজিক উন্নয়ন চিরস্মরণীয়।

জগদীশচন্দ্র বসু: প্রথম জীবপদার্থবিজ্ঞানী

প্রদীপ দেব

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপ- আমেরিকার উন্নত গবেষণাগারে যখন ব্যাপক গবেষণাযজ্ঞ চলছিল, সেই সময় ভারতের বিজ্ঞান- মরুতে গবেষণার ফল ফলানোর জন্য একাই লড়ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। আমরা আজ যে বিজ্ঞান-গবেষণার পথে খুব ধীরে ধীরে হলেও হাঁটতে শুরু করেছি, সেই পথ অর্ধশত বছরের কঠিন পরিশ্রমে তৈরি করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। ১৯০৯ সালের শেষের দিকে ইতালির গুগ্লিয়েলমো মার্কনি আর জার্মানির কার্ল ফার্ডিন্যান্ড ব্রোনকে যখন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো, তখন সারা বিশ্ব জানল যে বেতার যোগাযোগব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। অথচ বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বেতারতরঙ্গ নিয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন মার্কনিরও অনেক আগে। তিনিই ১৮৯৫ সালে বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম মাইক্রোওয়েভ উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের পাশাপাশি উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন জগদীশচন্দ্র। উদ্ভিদও যে উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, এ তথ্য জগদীশচন্দ্র বসুর আগে কেউ উপলব্ধি করেননি, প্রমাণ করতে পারেননি। বহুমুখী বিজ্ঞানের সাধক জগদীশচন্দ্র বিশ্ববিজ্ঞানীর আসরে যথোপযুক্ত আসন অর্জন করেছিলেন অনেক সাধনা, সংগ্রাম ও পরিশ্রমের বিনিময়ে। ১৯২৭ সালে লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস জগদীশচন্দ্রকে গ্যালিলিও এবং নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করেছে। আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যত তথ্য বিজ্ঞানকে দিয়েছেন, তাঁর যেকোনোটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

জগদীশচন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র ছিলেন বিক্রমপুরের রাঢ়ীখাল গ্রামের সম্ভ্রান্ত বসু পরিবারের সন্তান। তিনটি কন্যার পর ভগবানচন্দ্র ও বামাসুন্দরী দেবীর চতুর্থ সন্তান জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর, ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহ শহরে ইংরেজ সরকার তখন প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছে। ভগবানচন্দ্র ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। জগদীশচন্দ্রের জন্মের কয়েক বছর পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফরিদপুরে চলে আসেন ভগবানচন্দ্র। ফরিদপুরেই কাটে জগদীশচন্দ্রের শৈশব এবং কিছুটা কৈশোর।

পাঁচ বছর বয়সে স্কুলের পড়াশোনা শুরু হলো জগদীশচন্দ্রের। ফরিদপুরে তখন দুটো স্কুল। একটি ইংরেজি মাধ্যম, অন্যটি বাংলা মাধ্যম। জগদীশচন্দ্রকে ভর্তি করানো হলো বাংলা স্কুলে। ১৮৬৯ সালে ভগবানচন্দ্র সহকারী কমিশনার হয়ে বর্ধমানে বদলি হয়ে যান। এদিকে জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হয়েছে। কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করানো হলো জগদীশচন্দ্রকে। কিন্তু প্রথম দিনই স্কুলে সহপাঠীরা তাকে 'গাঁইয়া' বলে খ্যাপাতে লাগল। সহপাঠীদের সঙ্গে মারধর করতে হলো তাঁকে। তিন মাসের মাথায় হেয়ার স্কুল ছেড়ে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হতে হলো জগদীশচন্দ্রকে। ১৮৭৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষা শুরু হলো জগদীশ বসুর। ১৮৭৭ সালে জগদীশচন্দ্র এফএ পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে। এরপর ১৮৮০ সালে বিজ্ঞান বিভাগে সাধারণ মানের বিএ। ইতিমধ্যে তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। বাবাকে ঋণমুক্ত করার উপায় খুঁজতে শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। ঠিক করলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবেন। চাকরি পেলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাবা চান না তাঁর ছেলে ইংরেজ সরকারের অধীন চাকরি করুক। আইসিএস অফিসার হওয়ার চেয়ে অনেক ভালো ডাক্তারি পড়া। বাবা ছেলেকে ডাক্তার বানাতে চাইলেও বাদ সাধলেন মা। 'কালাপানি' পার হয়ে ছেলে বিলাত যাবে, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না বামাসুন্দরী দেবী। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যাবেনই। বাবার আর্থিক অবস্থা ফেরানোর জন্য, ঋণ শোধ করার জন্য তাঁকে বিলাতে যেতেই হবে। মাকে বোঝালেন। শেষ পর্যন্ত বামাসুন্দরী দেবী শুধু যে রাজি হলেন তা নয়, নিজের গয়না বিক্রি করে ছেলের বিদেশ যাওয়ার টাকা জোগাড় করার ব্যবস্থা করলেন।

১৮৮০ সালে জগদীশচন্দ্র ডাক্তারি পড়ার জন্য ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অন্তর্ভুক্ত একটা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু একদিন অ্যানাটমির ক্লাসে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। শব ব্যবচ্ছেদের পরিবেশ সহ্যই হলো না তাঁর। শরীরও খারাপ। এ অবস্থায় শারীরবিদ্যার অধ্যাপক তাঁকে পরামর্শ দিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করার। একটা বছর নষ্ট হলো জগদীশচন্দ্রের। পরের বছর কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হলেন তিনি। কেমব্রিজে তিন বছর পড়াশোনার পর ১৮৮৪ সালে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার সমন্বয়ে ন্যাচারাল সায়েন্সে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন জগদীশচন্দ্র। কেমব্রিজের রেজাল্টের ভিত্তিতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বিএসসি ডিগ্রি লাভ করলেন। সেই সময় এ রকম ব্যবস্থা ছিল। লেখাপড়া সম্পন্ন করার উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করলে, তা ডিগ্রির জন্য গৃহীত হতো।

লন্ডনে থাকার সময় পোস্টমাস্টার জেনারেল ফসেটের সঙ্গে সৌহার্দ্য হয় জগদীশচন্দ্রের। ফসেট তখনকার ভাইসরয় লর্ড রিপনের কাছে একটা চিঠি লিখে তাঁর হাতে দিলেন। দেশে ফিরে লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করলেন জগদীশচন্দ্র। ফসেট চিঠিতে লর্ড রিপনকে অনুরোধ করেছিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের জন্য অধ্যাপনার চাকরির একটা ব্যবস্থা করে দিতে। লর্ড রিপন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি দিতে সম্মত হলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ পাঠালেন শিক্ষা বিভাগের পরিচালক স্যার আলফ্রেড ক্রফটের কাছে। এতে বিরক্ত হলেন স্যার ক্রফট। ভারতীয়দের প্রতি তাঁর মনোভাব খুব একটা সম্মানজনক ছিল না। কিন্তু লর্ড রিপনের সুপারিশ তাঁর কাছে আদেশের সমতুল্য। ক্রফট জগদীশচন্দ্রকে বললেন, 'ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসে কোনো চাকরি খালি নেই, ইচ্ছা করলে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে যোগ দিতে পারেন। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের বেতন ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ। জগদীশচন্দ্র জানতেন যে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে কোনো ভারতীয়কে নিয়োগ দেওয়া হয় না। ভারতীয়দের জন্য শুধু প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসই বরাদ্দ। স্যার ক্রফট যে ইচ্ছা করেই তাঁকে অপমান করছেন, তা বুঝতে পেরে জগদীশচন্দ্র প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে এলেন। কিছুদিন পর লর্ড রিপন গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নাম দেখতে না পেয়ে খবর নিয়ে সব জানলেন। তখন স্যার ক্রফট বাধ্য হয়ে ১৮৮৫ সালে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের অধীন প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে জগদীশচন্দ্র বসুকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন। কিন্তু প্রথম মাসের বেতন নিতে গিয়ে দেখলেন অস্থায়ী পদে ব্রিটিশরা যত পাচ্ছেন, তার এক-তৃতীয়াংশ। এ বৈষম্য মেনে নেওয়া সম্ভব হলো না জগদীশচন্দ্রের পক্ষে। তিনি বেতন নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরপর তিন বছর তিনি বিনা বেতনে কাজ করে গেলেন। সংসারে ঋণের বোঝা ক্রমে ভারী হচ্ছিল। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস করার কথা তিনি ভাবতেও পারেননি। ১৮৮৮ সালে তাঁকে স্থায়ী পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং আগের তিন বছরের পুরো বেতন একসঙ্গে দেওয়া হয়। পরিবারের আর্থিক সমস্যা মিটে গেল। ১৮৯৪ সালের ৩০ নভেম্বর তাঁর ৩৬তম জন্মদিনে বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিবেদন করার ঘোষণা দিলেন জগদীশচন্দ্র। এর আগ পর্যন্ত তাঁর গবেষণা ছিল কিছুটা বিক্ষিপ্ত, কোনো গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়নি। ১৮৯৫ সালে শুরু হলো জগদীশচন্দ্রের নিরলস গবেষণা।

জগদীশ বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গসম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা, জড় ও জীবের সাড়ার ঐক্য এবং উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় গবেষণায় পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ। ১৮৯৫ সালে উইলহেলম রন্টজেনের এক্স-রে আবিষ্কারের পর পদার্থবিজ্ঞানে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পথ খুলে যায়। পরমাণুবিজ্ঞান, বেতারে বার্তা পরিবহন, তেজস্ক্রিয়তা, অ্যাটমিক নিউক্লিয়াস-সম্পর্কিত যুগান্তকারী আবিষ্কার এ সময় বৈজ্ঞানিক মহলে বিরাট প্রভাব ফেলে। এ সময় জগদীশ বসু অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মাধ্যমে সংকেতবার্তা প্রেরণের গবেষণায় বেশ সাফল্য লাভ করেন। হেনরিখ হার্টজ ও গুগ্লিয়েলমো মার্কনির সমসাময়িক জগদীশ বসুই হলেন বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি ১৮৯৫ সালে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে মাইক্রোওয়েভ উৎপাদন করেন এবং তার ধর্মাবলিও নির্ধারণ করেন। রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমের রিমোট সেন্সিং প্রথম প্রদর্শন করেন জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে। এর কদিন পর জগদীশ বসু কলকাতার টাউন হলে ৭৫ ফুট দূরে রাখা বারুদের স্তূপে আগুন জ্বালাতে সমর্থ হন নিজের উদ্ভাবিত মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনের সাহায্যে।

১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্রের চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর জার্নাল, রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংস ও ইংল্যান্ডের দ্য ইলেকট্রনিক জার্নালে। ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক সফরে যান ইউরোপে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ--তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্রটি। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশানের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। তাঁর বক্তৃতায় দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্যার জে জে থমসন, অলিভার লজ, লর্ড কেলভিনের মতো পদার্থবিজ্ঞানীরা। প্রথম বক্তৃতাতেই জগদীশচন্দ্র পৃথিবীবিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার সাফল্যে পরাধীন ভারতের বাদামি বর্ণের মানুষের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে ইংরেজদের তাচ্ছিল্যবোধ ও অবজ্ঞার ভাব কিছুটা হলেও বদলে গেল। লন্ডন ইউনিভার্সিটি জগদীশ বসুকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করল। ১৮৯৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন জগদীশচন্দ্র।

প্রথম ইউরোপ সফর শেষে কলেজে ফিরে এসে একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করা তো দূরে থাক, পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াল। নিজের বেতনের টাকা দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের কাজের জন্য একটা ল্যাবরেটরি দাঁড় করিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু অনুদানের জন্য অনুরোধ করে চিঠি লেখার পর যে উত্তর পেলেন, তা এ রকম: 'ডক্টর বসু এখন মাসে পাঁচ শ টাকা মাইনে পান। কোন নেটিভ সরকারি চাকুরের মাসে পাঁচ শ টাকায় পোষাচ্ছে না বলাটা নেহাত বোকামি।' পদে পদে অপমানের উদাহরণ আরও অনেক আছে। কিন্তু কিছুতেই দমে গেলেন না জগদীশচন্দ্র। ইউরোপ সফরের সাফল্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বিদ্যুৎ---তরঙ্গ নিয়ে তিনি নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু করলেন। ১৮৯৭ সালে তাঁর তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি থেকে। ১৮৯৯ সালে গবেষণায় তিনি জড় বস্তুর মধ্যে প্রাণস্পন্দনের অনুরূপ সাড়া প্রত্যক্ষ করেন। তিনি লক্ষ করেন, প্রাণীদের মতো জড় বস্তুও বাইরের উত্তেজনায় সংবেদনশীল। জড় ও জীবের এই গোপন ঐক্য সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পশ্চিমের বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাশের একটা সুযোগ এসে পড়ল। ১৯০০ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে জগদীশ বসু দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোপে গেলেন। বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্যারিসে পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেন এবং জড় বস্তুর সংবেদনশীলতা বিষয়ে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ব্যাখ্যা করেন। ১৯০১ সালের মে মাসে রয়্যাল ইনস্টিটিউটের শুক্রবারের সান্ধ্য অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র 'দ্য রেসপন্স অব ইন---অর্গানিক ম্যাটার টু মেক্যানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সিমুলাস' নামের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাতে তিনি বর্ণনা দেন যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ উদ্দীপনার প্রতি উদ্ভিদ ও প্রাণীর 'সাড়া' সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষণের। এর আগেই সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং দেশীয় উপাদানে তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে জগদীশ বসু একটা বৈদ্যুতিক সংবেদনশীল যন্ত্রের মডেল তৈরি করেছিলেন। গ্যালেনা বা লেড সালফাইড ব্যবহার করে যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন গ্যালেনা ডিটেক্টর। জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষা করে দেখালেন, দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনায় বস্তুর সাড়া দেওয়া ক্ষীণ হয়ে যায়। যাকে বস্তুর 'অবসাদ' বলা যায়। এ অবস্থায় আলো বা বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রয়োগ করলে বস্তু আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু পরিবাহিতাসহ আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের মান কিছুক্ষণ ওঠানামা করে। তিনি প্রস্তাব করলেন, কোনো অত্যুজ্জ্বল বস্তু থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করলে কিছুক্ষণ যাবৎ যে উজ্জ্বল বস্তুটি একবার দেখা যায়, আবার অদৃশ্য হয়ে যায় বলে মনে হয়এর কারণ চোখের রেটিনার পরিবাহিতাধর্মের স্পন্দন। জগদীশ বসুর আগে এভাবে কেউ চিন্তা করেননি।

১৯০১ সালে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংস- ;এ তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় জগদীশচন্দ্রের। প্রবন্ধগুলোতে আলোক ও অদৃশ্য বেতারতরঙ্গের সদৃশ ধর্ম নিয়ে পরীক্ষালব্ধ ফল আলোচিত হয়েছে। ১৯০২ সালে লিনিয়ান সোসাইটিতে বক্তব্য দেন জগদীশচন্দ্র। সাড়া মাপার যন্ত্র 'রেসপন্স রেকর্ডার' তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন জগদীশ। যন্ত্রটা অনেকটা কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মতো। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও সংবেদনশীলতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এ যন্ত্র। ১৯০২ সালের মে মাসে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংস-এ প্রকাশিত হলো জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞান-সংক্রান্ত শেষ গবেষণাপত্র, 'অন ইলেকট্রোমোটিভ ওয়েভ অ্যাকম্প্যানিয়িং মেকানিক্যাল ডিস্টার্বিং ইন মেটালস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ইলেকট্রোলাইট'। তারপর তাঁর গবেষণা পুরোপুরি উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় ধর্মাবলি পরীক্ষার দিকে মোড় নেয়। জগদীশ বসুকে আমরা পেলাম পৃথিবীর প্রথম বায়োফিজিসিস্ট হিসেবে। তিনি উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় গবেষণা করেছেন পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে। এই পদ্ধতির বিস্তৃত প্রয়োগে উদ্ভিদের প্রাণচক্র ও শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়াসংক্রান্ত গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা জগদীশ বসুকে চিনলাম উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে। ১৯০২ সালে প্রকাশিত হলো জগদীশচন্দ্রের প্রথম বই রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং। ১৯০৩ সালে জগদীশচন্দ্র বসু সিআইই (Companionship of the Indian Empire) উপাধি লাভ করলেন। ১৯০৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় বই প্ল্যান রেসপন্স: অ্যাস আ মিনস অব ফিজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস প্রকাশিত হয় লংম্যান গ্রিন কোম্পানি থেকে। পরের বছর প্রকাশিত হলো তাঁর তৃতীয় বই কমপ্যারেটিভ ইলেকট্রো-ফিজিওলজি: আ সাইকো ফিজিওলজিক্যাল স্টাডি।

১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রকে সিএসআই (Companionship of the star of India) উপাধিতে ভূষিত করা হয় জগদীশ বসুকে। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়। তারপর আরও দুই বছর বাড়ানো হয় তাঁর চাকরির মেয়াদ। সে বছর প্রকাশিত হয় তাঁর চতুর্থ বই রিসার্চ অন ইরিট্যাবিলিটি অব প্ল্যান্টস। ১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন তিনি। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ইমেরিটাস অধ্যাপক পদে নিয়োগ করে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার নাইট উপাধি দেয় জগদীশচন্দ্রকে। তাঁর নামের আগে যোগ হলো স্যার। ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ৫৯তম জন্মদিনে প্রতিষ্ঠিত হলো বসু বিজ্ঞান মন্দির। উদ্বোধনী বক্তৃতার শুরুতেই স্যার জগদীশচন্দ্র ঘোষণা করলেন, 'আমার স্ত্রী ও আমি এই গবেষণাগারের জন্য সর্বস্ব দান করছি।' জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু নিঃসন্তান ছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তাঁদের সবকিছু তাঁরা দান করেছিলেন বাংলার বিজ্ঞান প্রসারের জন্য।

১৯১৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে জগদীশচন্দ্র তাঁর লাইফ মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস নামে বৃহৎ বইটি চার খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯১৯-২০ সালে পঞ্চম বৈজ্ঞানিক সফরে আবার ইউরোপে গিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন। ১৯২০ সালের শুরুতে স্যার জগদীশচন্দ্রকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কমিটির কয়েকজন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের ফলাফল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ফলে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যারা জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখল।

গাছের বৃদ্ধির হার শামুকের গতির চেয়েও দুই হাজার গুণ কম। একটি সাধারণ গাছ এক সেকেন্ডে এক ইঞ্চির এক লাখ ভাগের এক ভাগ বাড়ে। অর্থাৎ এক লাখ সেকেন্ড বা প্রায় আটাশ ঘণ্টায় এক ইঞ্চি বাড়ে। এই অতি ধীর চলনের গতি লিপিবদ্ধ করার জন্য খুবই সংবেদী যন্ত্রের দরকার, যা আবিষ্কার করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে গাছের বৃদ্ধিকে ১০ লাখ গুণ বাড়িয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে গাছের বৃদ্ধির সূক্ষ্ম তারতম্য হিসাব করা সহজ হয়। ১৯২০ সালের ৪ মে রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের ক্রেস্কোগ্রাফ পরীক্ষা করে দেখলেন যে জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের ব্যাপারে কিছুই বাড়িয়ে বলেননি। এর কয়েক দিন পর ১৩ মে রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপের জন্য জগদীশচন্দ্রের নাম চূড়ান্ত করা হলো। ১৯২০ সালের ২০ মে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেলোশিপ দেওয়া হলো স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে। ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে সাতটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় জগদীশচন্দ্রের। সেগুলো যথাক্রমে দ্য অ্যাসেন্ট অব স্যাপ (১৯২২), ফিজিওলজি অব ফটোসিনথেসিস (১৯২৪), নার্ভাস মেকানিজম অব প্ল্যান্ট (১৯২৬), প্ল্যান অটোগ্রাফ অটোগ্রাফস অ্যান্ড দেয়ার রিলেভেশন (১৯২৭), মোটর মেকানিজম অব প্ল্যান্টস (১৯২৭), কালেক্টেড ফিজিক্যাল পেপারস (১৯২৭), ওর্থ অ্যান্ড টরিক মুভমেন্ট অব প্ল্যান্টস (১৯২৯)।

১৯২৬ সালে ব্রাসেলসে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বেলজিয়ামের রাজা। তিনি জগদীশচন্দ্রকে 'কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব লিওপোল্ড' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯২৭ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন জগদীশচন্দ্র। ১৯২৮ সালের ৩০ নভেম্বর ৭০ বছর পূর্ণ হয় জগদীশচন্দ্রের। সে উপলক্ষে ১ ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সংবর্ধনা দেওয়া হয় জগদীশচন্দ্রকে। বাংলার বিখ্যাত সব ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। ভিয়েনার একাডেমি অব সায়েন্সের বৈদেশিক সদস্য নির্বাচিত হন তিনি এ বছর। ১৯২৯ সালে ফিনল্যান্ডের বিজ্ঞান একাডেমি তাঁকে সদস্যপদ দেয়। ১৯৩০ সালে জার্মান একাডেমি ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ তাঁকে মেম্বারশিপ প্রদান করে। ১৯৩৩ সালে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে জগদীশচন্দ্রকে।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন এবং শরীর ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছিল জগদীশচন্দ্রের। ২৩ নভেম্বর হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান উপমহাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার জনক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

শিক্ষক ও গবেষক,
আরএমআইটি, মেলবোর্ন,
অস্ট্রেলিয়া

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাহেবজাদদের অতুলনীয় সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের স্মরণে সরকার বীর বাল দিবসের সূচনা করেছে : প্রধানমন্ত্রী

নতুনদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর : আজ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত বীর বাল দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃতীয় বীর বাল দিবস উপলক্ষে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণদানকালে শ্রী মোদী বলেন, সাহেবজাদদের অতুলনীয় সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের স্মরণে সরকার বীর বাল দিবসের সূচনা করেছে। এই দিনটি কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে জাতীয় প্রেরণার উৎসবে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই দিনটি অদম্য সাহসের সাথে অনেক শিশু ও যুবককে অনুপ্রাণিত করতে কাজ করেছে। সাহসিকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্রীড়া ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আজ যে ১৭ জন শিশুকে বীর বাল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে, শ্রী মোদী তাঁদের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, আজকের পুরস্কার প্রাপকরা ভারতের শিশু ও যুবকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভের দক্ষতার প্রতীক। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী গুরু ও বীর সাহেবজাদদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পুরস্কারপ্রাপক ও তাঁদের পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সাহসী সাহেবজাদদের আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, আজকের যুবসমাজের পক্ষে তাঁদের সাহসিকতার কাহিনী জানা একান্ত জরুরি এবং তাই এই ঘটনাগুলিও স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, আজ থেকে তিন শতাব্দীরও বেশি সময় আগে এই দিনে সাহসী সাহেবজাদারা অল্প বয়সে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাহেব জোরাওয়ার সিং এবং সাহেব ফতেহ সিং-এর বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সাহসিকতার সীমা ছিল না। তিনি আরও বলেন, সাহেবজাদরা মুঘল সালতানাতের সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিল, সমস্ত নৃশংসতা সহ্য করেছিল এবং ওয়াজির খানের আদেশিত মৃত্যুদণ্ডকে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শ্রী মোদী বলেন, সাহেবজাদারা তাঁকে গুরু অর্জন দেব, গুরু তেগ বাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিং-এর বীরত্বের কথা স্মরণ করেন এবং এই সাহসিকতাই আমাদের বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক শক্তি। তিনি আরও বলেন, সাহেবজাদারা তাদের জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু বিশ্বাসের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বীর বাল দিবস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, জাতীয় স্বার্থের থেকে বড় আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বলেন, 'দেশের জন্য করা প্রতিটি কাজ সাহসিকতার এবং দেশের জন্য বসবাসকারী প্রতিটি শিশু ও যুবক বীর বালক'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন 'এই বছরের বীর বাল দিবস আরও বিশেষ কারণ এটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্র এবং আমাদের সংবিধান প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী।'। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ৭৫তম বছরে দেশের প্রত্যেক নাগরিক সাহসী সাহেবজাদাদের কাছ থেকে জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য অনুপ্রেরণা গ্রহণ করছেন। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের শক্তিশালী গণতন্ত্র গর্বিত যে এই দিনটি সাহেবজাদাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের উপর নির্মিত হয়েছিল। তিনি বলেন, আমাদের গণতন্ত্র সমাজের সর্বশেষ ব্যক্তির উন্নয়নে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। শ্রী মোদী বলেন, 'সংবিধান আমাদের শিক্ষা দেয় যে দেশে কেউ ছোট বা বড় নয়।' তিনি আরও বলেন, এই নীতি আমাদের গুরুদের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাঁরা সকলের কল্যাণের পক্ষে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সাহেবজাদাদের জীবন আমাদের জাতির অখণ্ডতা ও আদর্শের সঙ্গে আপস না করার শিক্ষা দেয় এবং একইভাবে, সংবিধান ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার নীতিকে সমর্থন করে। তিনি আরও বলেন, আমাদের গণতন্ত্রের বিশালতা গুরুদের শিক্ষা, সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় ঐক্যের মন্ত্রকে মূর্ত করে তুলেছে।

শ্রী মোদী বলেন, 'অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতের অগ্রগতিতে যুবশক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে'। তিনি বলেন, স্বাধীনতার লড়াই থেকে একবিংশ শতাব্দীর আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি বিপ্লবে ভারতীয় যুবসমাজের অবদান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, যুবসমাজের শক্তির কারণেই বিশ্ব ভারতের দিকে আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি বলেন, স্টার্ট আপ থেকে বিজ্ঞান, খেলাধূলা থেকে শিল্পোদ্যোগ, যুবশক্তি আজ নতুন বিপ্লবের দিকে চালিত করছে। তাই, সরকারের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল যুবসমাজের ক্ষমতায়ন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম, মহাকাশ অর্থনীতির ভবিষ্যত, ক্রীড়া ও ফিটনেস সেক্টর, ফিনটেক এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বা দক্ষতা উন্নয়ন এবং ইন্টার্নশিপ স্কিমের জন্য সমস্ত নীতি যুব-কেন্দ্রিক এবং তরুণদের উপকারের লক্ষ্যে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে নতুন চাহিদা, প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যতের দিশা উদ্ভূত হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী সফটওয়্যার থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় পরিবর্তন এবং মেশিন লার্নিংয়ের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমাদের যুব সমাজকে ভবিষ্যতমুখী করে তোলার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে দেশ অনেক আগেই এর জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে, যা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করেছে এবং শিক্ষার জন্য এক উন্মুক্ত পরিবেশ সরবরাহ করেছে। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে উদ্ভাবন প্রচেষ্টার প্রসারে ১০ হাজারেরও বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব গড়ে তোলা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, "মেরা যুব ভারত" অভিযানের লক্ষ্য হল শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, যুবকদের মধ্যে সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ বাড়ানো।

সবল থাকার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, এক সুস্থ যুবসমাজ একটি সক্ষম জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী "সুপোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত অভিযান" শুরু করার কথা ঘোষণা করেন, যা অপুষ্টি দূর করতে এবং উন্নত ভারতের ভিত্তি গঠনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে এক সুস্থ প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটাবে।

প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন বীর বাল দিবস আমাদের অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে দেয় এবং নতুন সংকল্পের জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সবক্ষেত্রে আমাদের মান এখন সেরা হওয়া উচিত। তিনি তরুণ ও যুবকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রকে শ্রেষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। শ্রী মোদী বলেন, 'আমরা যদি পরিকাঠামো নিয়ে কাজ করি, তাহলে আমাদের সড়ক, রেল নেটওয়ার্ক এবং বিমানবন্দর পরিকাঠামো বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত। আমরা যদি ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে কাজ করি, তাহলে আমাদের সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং অটো ভেহিকেল ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা হতে হবে। আমরা যদি পর্যটন নিয়ে কাজ করি, তাহলে আমাদের গন্তব্য, ভ্রমণ সুবিধা এবং আতিথেয়তা সর্বোত্তম হওয়া উচিত। আমরা যদি মহাকাশ খাতে কাজ করি তবে আমাদের উপগ্রহ, নেভিগেশন প্রযুক্তি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা সেরা হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, এই ধরনের উচ্চ লক্ষ্য স্থির করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় সাহেবজাদাদের সাহসিকতা থেকে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বড় লক্ষ্য এখন আমাদের সংকল্প। শ্রী মোদী বলেন, দেশের যুবসমাজের ক্ষমতার ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থাগুলিকে নেতৃত্ব দিতে পারেন ভারতের যুবসমাজ, যাঁরা আধুনিক দুনিয়াকে পথ দেখাতে উদ্ভাবন করতে পারেন এবং প্রতিটি প্রধান দেশ ও ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন। তাঁরা নতুন সুযোগ পেলে দেশের জন্য যে কোনও কিছু অর্জন করতে পারেন। তাই তিনি বলেন, উন্নত ভারতের লক্ষ্য নিশ্চিত এবং আত্মনির্ভর ভারতের সাফল্য নিশ্চিত।

প্রত্যেক যুগই যে কোনও দেশের যুব সমাজকে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছে একথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতীয় যুবসমাজ বিদেশি শাসনের ঔদ্ধত্য ভেঙে তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে, অথচ আজ যুবকদের লক্ষ্য হল উন্নত ভারতের লক্ষ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই দশকে আমাদের অবশ্যই আগামী ২৫ বছরে দ্রুত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এই সময়কে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণ ও যুবকদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি এক লক্ষ যুবককে রাজনীতিতে আনার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছেন, যাদের পরিবার কখনই সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল না। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগটি আগামী ২৫ বছরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন প্রজন্মকে রাজনীতিতে আনার জন্য যুবকদের এই প্রচারের অংশ হতে উৎসাহিত করেন তিনি। শ্রী মোদী ঘোষণা করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে আগামী বছরের শুরুতেই "বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়ালগ" অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, গ্রাম ও শহর থেকে লক্ষ লক্ষ যুবক এতে অংশগ্রহণ করবেন এবং উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, আগামী দশকে, বিশেষ করে আগামী পাঁচ বছরে, অমৃতকালের ২৫ বছরের সংকল্প পূরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের সমগ্র যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন যে, যুবসমাজের সমর্থন, সহযোগিতা এবং কর্মপ্রচেষ্টা ভারতকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। গুরু, বীর সাহেবজাদা এবং মাতা গুজরিজির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী।

উল্লেখ্য, বীর বাল দিবস ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসাবে শিশুদের সম্মান করার একটি দেশব্যাপী অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং "সুপোষিত গ্রাম পঞ্চায়েত অভিযান"-এর সূচনা করেন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য পুষ্টি সম্পর্কিত পরিষেবাগুলির বাস্তবায়ন জোরদার করে এবং সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পুষ্টির ফলাফল এবং সুস্থতার উন্নতি করা।

দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, এরসঙ্গে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে, এবং দেশের প্রতি সাহস ও উৎসর্গের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে দেশব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। মাইগভ এবং মাই ভারত পোর্টালগুলির মাধ্যমে ইন্টারেক্টিভ ক্যুইজ সহ একাধিক অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। স্কুল, চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠান এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে গল্প বলা, সৃজনশীল লেখা, পোস্টার তৈরির মতো আকর্ষণীয় কার্যক্রম আয়োজিত হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

সুযোগ প্রদান ও শিশুদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশের পরম্পরার অংশ : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): সুযোগ প্রদান ও শিশুদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশের পরম্পরার অংশ। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের জন্য ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৭ জন শিশুকে সাতটি বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেন। ১৭ জনের মধ্যে সাতজন ছেলে ও ১০ জন মেয়ে। এই অনুষ্ঠানে সর্বকনিষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী হলেন কলকাতার মাস্টার অনীশ সরকার। যখন শিশুরা প্লে স্কুল এবং নার্সারি ক্লাসে থাকে। মাস্টার অনীশ বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং দাবা খেলোয়াড় হয়েছেন।

PNIA NO: 04/ePNIA/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated-24/12/2024

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Auction from eligible bidders upto 3.00 PM of 03/01/2025 for one no. Auction as follows-

Sl. No.	DNIA No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION
1	03/eDNIA/EE/RD/DIV/AMP/G/2024-25, Dated- 03/10/2024.	Rs.1,30,976.00	EMD: RS. 2,620.00 BID FEE: RS. 1,000.00 (Non refundable)	15 Days

for eerdamarpurdivision@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3026/24

(Er. Md. Abul Hossain)
Executive Engineer RD Amarpur Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 10/EE/DWS/AGT-II/2024-25 Dated- 21/12/2024

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the works as detailed below:-

Sl. No.	Name of Work with DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 41/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹. 9,60,374.00	₹.19,207.00	180Days	₹.1,000.00
2	DNIe-T No: 42/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹. 9,59,319.00	₹. 19,186.00	90days	₹.1,000.00
3	DNIe-T No: 43/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2024-25	₹. 9,67,494.00	₹. 19,350.00	180days	₹.1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-21/12/2024 at 18.00 hours. Last date and Time for Document Downloading and Bidding-10/01/2025 up to 15.00 hours. Date and Time for Opening of Bid-10/01/2025 up to 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inas well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
ICA/C/3018/24

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মূল চক্রী ছিলেন পার্থ, দাবি ইডি-র

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): গোটা শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মূল চক্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। অর্পিতা মামলার দু"নম্বর অভিযুক্ত। তিনি নিজে থেকেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা তাঁর নয়, পুরোটাই পার্থবাবুর।

মামলায় এক নম্বর অভিযুক্ত হিসেবে নাম ছিল পার্থবাবুর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনাতে গিয়ে ইডি-র আইনজীবী বৃহস্পতিবার একথা জানান। মামলায় এক নম্বর অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে পার্থর। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনাতে গিয়ে ইডি-র আইনজীবী জানান, গোটা শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মাথা পার্থবাবু। তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। অর্পিতা মামলার দু"নম্বর অভিযুক্ত। তিনি নিজে থেকেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা তাঁর নয়, পুরোটাই পার্থবাবুর। ইডি-র আইনজীবী আদালতে জানান, যাবতীয় ভুয়ো সংস্থা খুলেছিলেন পার্থবাবু। অন্যের নামে মোবাইল ব্যবহার করতেন। ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করেছেন তিনি। অর্পিতার নামে অ্যাকাউন্ট খুলেও পার্থবাবুই ব্যবহার করতেন।

বৃহস্পতিবার থেকে নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। এর পর ডিসচার্জ পিটিশনের শুনানি হবে। তার পর চার্জগঠনের প্রক্রিয়া শেষ হবে। শুরু হবে বিচারপ্রক্রিয়া।

উদ্যোগে বিএসএফ, কোচবিহারের শুরু আন্ত ফ্রন্টিয়ার উসু, যোগা এবং কবাডি প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের অধীন ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে কোচবিহারের রূপনগর বিএসএফ ক্যাম্পে শুরু হল আন্ত ফ্রন্টিয়ার উসু, যোগা এবং কবাডি প্রতিযোগিতা। এই আয়োজন চলবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। যেখানে দেশের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১১টি ফ্রন্টিয়ারের প্রায় সাড়ে ৫৫০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে। বৃহস্পতিবার এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হলো রূপনগর বিএসএফ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের শীর্ষ আধিকারিকরা।

আর জি করে সিল হওয়া ঘরের তালাভাঙার অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে একটি ভবনের আট তলায় একটি ঘর তদন্তের স্বার্থে সেপ্টেম্বর মাসে সিল করেছিল সিবিআই। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে ওটি কমপ্লেক্সের সেই ঘরের সিল ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ওই রুমে তালা দিয়ে তার উপর 'গালা সিল' সাঁটানো ছিল।

আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় হাসপাতালের বিভিন্ন ঘর রয়েছে তদন্তকারীদের নজরে। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় রুমে তালা দেওয়া থাকলেও তার উপর লাগানো সিলটি ছেঁড়া। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে, কেউ কি ওই কক্ষটি খোলার চেষ্টা করেছিল? ঘটনার কথা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়।

আর জি কর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সুর শোনা গিয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে 'জুনিয়র ডক্টর্স ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে অনিকেত মাহাতো বলেন, 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগে এই নিয়ে কথা হয়েছিল। তাঁরা জানিয়েছেন, সমস্ত জায়গা থেকে এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) না পাওয়া পর্যন্ত এই সিল খোলা হবে না। কী ভাবে এটা হলো, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

৭টি বিভাগে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের অধিকারী, ১৭ জন শিশুকে "পিএম রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার" প্রদান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহসিকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সহ ৭টি বিভাগে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের অধিকারী ১৭ জন শিশুকে "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার" প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। ১৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে আসা শিশুরা শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহসিকতা, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা, খেলাধুলা এবং পরিবেশে নিজেদের কৃতিত্বের জন্য স্বীকৃত হয়েছে। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরী একটি পদক, একটি সার্টিফিকেট এবং একটি উদ্ধৃতি পুস্তিকা পেয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বীর বাল দিবসে সাহেবজাদাদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কুমারঘাট আর ডি ব্লকের আওতাধীন বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত নিম্ন লিখিত PMAY-G বেনেফিশিয়ারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনারা বিগত এক বছরের অধিক সময় ধরে আপনাদের পি.এম.এ.ওয়াই-জি ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেননি / ভিটি লেভেল করে ফেলে রেখেছেন। বর্তমানে আপনাদের বলা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আপনার গৃহ নির্মানের কাজ শুরু করুন নতুবা আপনার নাম পি.এম.এ.ওয়াই-জি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং কিস্তির টাকা আদায়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Delayed PMAY-G house list who have no progress in house construction work under Kumarghat R.D. Block.

Sl No.	Name of GP/VC		Name of Beneficiary	ID no.	Installment Credited
1	Fatikroy GP	1	Nupur Banik W/O- Fani Bhusan Lodh	TR1295450	1st Instalment Rs.48,000/-
		2	Helen Bhattacharjee W/O- Meghnath	TR1205353	1st Instalment Rs.48,000/-
		3	Archita Malakar W/O- Nirmal	TR138176073	1st Instalment Rs.48,000/-
2	Darchawi VC	4	Lianhminga Darlong W/O- Hmunthangliana	TR1181847	1st Instalment Rs.48,000/-
		5	Ding Puii Darlong W/O- Isarthang Darlong	TR138212630	1st Instalment Rs.48,000/-
		6	Darhakliana Darlong S/O- Hminga Darlong	TR138971513	1st Instalment Rs.48,000/-
3	East Kanchanbari GP	7	Samarendra Datta S/O- Sabendra Datta	TR1133872	1st Instalment Rs.48,000/-
		8	Swapna Dey W/O- Lt Gopal Dey	TR137501244	1st Instalment Rs.48,000/-
		9	Dhananjoy Dey S/O- Khogendra Dey	TR137200934	1st Instalment Rs.48,000/-
		10	Samiran Dey S/O- Rameswar Dey	TR139938018	1st Instalment Rs.48,000/-
		11	Sandhya Das W/O- Gurucharan Das	TR136586975	1st Instalment Rs.48,000/-
		12	Rakhi Das Biswas W/O- Pradip Das	TR138401649	1st Instalment Rs.48,000/-
		13	AmarDas S/O- Narendra Das	TR137488750	1st Instalment Rs.48,000/-
4	Krishnanagar GP	14	Rupak Banik S/O- Madhu Banik	TR1205044	1st Instalment Rs.48,000/-
		15	Nachim Mia S/O- Majhum Ulla	TR1295145	1st Instalment Rs.48,000/-
5	Ratiabari GP	16	Sukhlal Dey S/O- Sashiram Dey	TR1181862	1st Instalment Rs.48,000/-
		17	Bimal Dey S/O-Akash Dey	TR1389422	1st Instalment Rs.48,000/-
		18	Laxmi Datta W/O- Nirmal Dattta	TR136474327	1st Instalment Rs.48,000/-
		19	Subhash Paul S/O- Sushil Paul	TR137622994	1st Instalment Rs.48,000/-
6	Rajkandi VC	20	Sudhanya Debbarma W/O- Lt. Gopal Debbarma	TR133551106	1st Instalment Rs.48,000/-
		21	Mina Rani Debbarma W/O- Janardhan Debbarma	TR136155080	1st Instalment Rs.48,000/-
		22	Sefali Debnath W/O- Debnath	TR137070770	1st Instalment Rs.48,000/-
		23	Kripa Rani Debbarma W/O- Ranjit Debbarma	TR137216593	1st Instalment Rs.48,000/-
7	Sukantanagar gp	24	Dayal Munda S/O- Kananda Munda	TR1250955	1st Instalment Rs.48,000/-
		25	Dipali Harijan W/O- Sambhu Harijan	TR136673145	1st Instalment Rs.48,000/-
		26	Aptab Ali S/O- Tajab Ali	TR133802334	1st Instalment Rs.48,000/-
		27	Nirmal Deb S/O- Rabindra Deb	TR136673145	1st Instalment Rs.48,000/-
		28	Sanatan Chakma S/O- Rupdhan Chakma	TR1389414	1st Instalment Rs.48,000/-
		29	Karuna Malakar W/O- Anadhir	TR1369107	1st Instalment Rs.48,000/-
		30	MD Sama Uddin Khan S/O- Lt Amir Ali	TR149206003	1st Instalment Rs.48,000/-
8	Ambedkarnagar Gp	31	Sukumar Das S/O- Mahendra Das	TR1193480	1st Instalment Rs.48,000/-
		32	Sudhangshu Das S/O- Sudarsan Das	TR1399113	1st Instalment Rs.48,000/-
		33	Jogesh Malakar	TR1316815	1st Instalment Rs.48,000/-
		34	Manik Das S/O- Lt. Surendra	TR145413976	1st Instalment Rs.48,000/-
		35	Laxmi Rani Das W/O- Nabandu Das	TR134385720	1st Instalment Rs.48,000/-
		36	Raju Roy S/O- Chitta Rn Roy	TR139470879	1st Instalment Rs.48,000/-
		37	Dipankar Das S/O- Jogesh Moni	TR138584563	1st Instalment Rs.48,000/-
		38	Dilip Roy S/O- Gopesh	TR1157924	1st Instalment Rs.48,000/-
		39	Swapan Dhar S/O- Lt Subhash	140461267	1st Instalment Rs.48,000/-
9	Radhanagar Gp	40	Mangal Chan Debbarma S/O- Tarani Debbarma	TR1193405	1st Instalment Rs.48,000/-
		41	Paichaju Mag S/O- Nilayu Mag	TR1295135	1st Instalment Rs.48,000/-
		42	Indra Mala Debbarma S/O- Ramkumar Debbarma	TR134368613	1st Instalment Rs.48,000/-
		43	Bimal Sinha S/O- Krishna Dhan Sinha	TR135305132	1st Instalment Rs.48,000/-
		44	Dipak Singha S/O- Gopal Sinha	TR1327340	1st Instalment Rs.48,000/-
		45	Dhirendra Debbarma S/O- Rabimani	TR133969475	1st Instalment Rs.48,000/-
		46	Nirmala Debnath W/O- Umesh Debnath	TR134468059	1st Instalment Rs.48,000/-
		47	Purnima Malakar W/O- Kitish	TR138025434	1st Instalment Rs.48,000/-
		48	Priti Kanya Bhattacharjee W/O- Suraj Kumar	TR138028412	1st Instalment Rs.48,000/-
		49	Prasenjit chakraborty	TR1102243	1st Instalment Rs.48,000/-
10	Vidyasagar GP	50	Tutan Sutradhar W/O- Pramod Sutradhar	TR1284179	1st Instalment Rs.48,000/-
11	Rajnagar GP	51	Gyananda Kapali S/O- Umesh ch. Kapali	TR1262218	1st Instalment Rs.48,000/-
		52	Manik Malakar S/O- Makhan	TR1284416	1st Instalment Rs.48,000/-
		53	Jharna Malakar S/O-Makhan	TR1273415	1st Instalment Rs.48,000/-
		54	Molina Malakar W/O-Rajkumar	TR136945596	1st Instalment Rs.48,000/-
12	East Raitwaisa Vc	55	Sandami Darlong W/O- Lalhruaia Darlong	TR115218943	1st Instalment Rs.48,000/-
		56	Sanjoy Reang S/O-Chushraha	TR137833471	1st Instalment Rs.48,000/-
13	Gakulnagar Gp	57	Sandhya Rani Das W/O-Biresh	TR137183626	1st Instalment Rs.48,000/-
		58	Jhuntu Das S/O- Manmohan	TR1133691	1st Instalment Rs.48,000/-
		59	Arjun Nama W/O- Subananda	TR1316820	1st Instalment Rs.48,000/-
		60	Reshmi Sabdakar W/O- Krishna Sabdakar	TR136389113	1st Instalment Rs.48,000/-
14	West Ratacherra gp	61	Raju Rudrapaul S/O- Nepal	TR140720114	1st Instalment Rs.48,000/-
15	West Masauli gp	62	Khela Mala W/O- Rathindra	TR137877205	1st Instalment Rs.48,000/-
16	Fatikcherra Dasarath Deb VC	63	Arpana Debbarma W/O- Surendra Debbarma	TR139017371	1st Instalment Rs.48,000/-
17	Sonaimuri gp	64	Kripesh Rudra Paul S/O Kshitish	TR137588629	1st Instalment Rs.48,000/-
		65	Parimal Debnath S/O- Haricharan Debnath	TR1239483	1st Instalment Rs.48,000/-
		66	Thakurmani Debnath S/O- Kartik Ch.	TR1193439	1st Instalment Rs.48,000/-
18	Saidarpar gp	67	Kajal Makakar W/O- Prafullya	TR1145845	1st Instalment Rs.48,000/-
		68	Suniti Debnath W/O- Mahim Debnath	TR1145874	1st Instalment Rs.48,000/-
		69	Rakesh Malakar S/O Rajram	TR1239552	1st Instalment Rs.48,000/-
		70	Labanyabala debnath	TR136407624	1st Instalment Rs.48,000/-
		71	Namita Palit W/O- Binoy Krishna	TR149614208	1st Instalment Rs.48,000/-
19	Betcherra gp	72	Bojoy Krishna Debnath S/O-Tarani mohan	TR135291998	1st Instalment Rs.48,000/-
		73	Bimal Sinha S/O-Nimai chand	TR137019902	1st Instalment Rs.48,000/-
		74	Satibala Shil W/O-Susendra	TR137197556	1st Instalment Rs.48,000/-
		75	Kiran Biswas S/O- Kripesh	TR1338149	1st Instalment Rs.48,000/-
		76	Rukhini Malakar S/O- Ranjit	TR1205299	1st Instalment Rs.48,000/-
20	Masauli gp	77	Nilima Sinha W/o- Nilkanta Sinha	TR135358169	1st Instalment Rs.48,000/-
21	Dudpur Gp	78	Rubi Dey W/O-Nabendu Kishore Datta	TR138201737	1st Instalment Rs.48,000/-
		79	Sushital Datta S/O-Lt.Satish Datta	TR139297262	1st Instalment Rs.48,000/-
		80	Rina Rudrapal W/O-Mintu Dey	TR137797166	1st Instalment Rs.48,000/-
		81	Pijush Datta S/O-Priya Ranjan Datta	TR137027818	1st Instalment Rs.48,000/-
22	TARANINAGAR	82	DHANAPATI MAJUMDER W/O-Amalya	TR1379225	1st Instalment Rs.48,000/-
		83	UNKNOWN	TR1348508	1st Instalment Rs.48,000/-
		84	BINDA RANI MAJUMDER W/O-Subodh	TR136974632	1st Instalment Rs.48,000/-

ICA/D-1560/24

Block Development Officer
Kumarghat RD Block, Unakoti Tripura

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

রাতে নিদ্রাজনিত সমস্যা সমাধানে আপনার যা যা করণীয়

রাতে ঘুম নিয়ে মানুষের সমস্যার কোনো কমতি নেই। বেশিরভাগ মানুষ সময়মত ঘুমাতে পারেন না। বিছানায় শোবার পরও ঘুম আসার কোনো খবর থাকে না। যার ফলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

যাই হোক, সকলের পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সময়মত ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য কিছু সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলেই নিদ্রাজনিত সমস্যা দূর হতে পারে। আসুন জেনে নেয়া যাক সেই জাদুকরি উপায়- অন্ধকার ঘর: ঘুমানোর সময় অবশ্যই ঘরের সব আলো বন্ধ করতে হবে। কারণ আলো জ্বললে চোখে ঘুম আসতে চায় না।

স্নান: ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার আগে সামান্য উষ্ণ জলে স্নান করুন। এতে স্ট্রেস কমবে, রিল্যাক্সও হবেন। ঘুম হবে ভাল।

অল্প খাবার: রাতে খুব অল্প খান। রাতে বেশি খেলে তা হজম হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ঘুম আসতে চায় না।

ব্যায়াম: রাতে ওয়ার্ক আউট না করাই ভাল। এতে শরীরে বেশি এনার্জি আসে। ফলে ঘুম আসতে চায় না। তাই রাতে ব্যায়াম করা পরিহার করুন।

চকোলেট: ঘুমানোর আগে চকোলেট মোটেই খাবেন না। চকোলেটে থাকে ক্যাফেন। যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

রাতের স্ন্যাক্স: লেট নাইট করা যদি আপনার অভ্যাস হয় তাহলে নিশ্চয়ই টুকটাক স্ন্যাক্সেও অভ্যস্ত? রাতে খিদে পেলে খান, তবে অল্প। আর তা যেন কখনই ভারি না হয়।

মেডিটেশন করুন : এই উপায়টি ঘুমানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। মেডিটেশনটি এরকম- চোখ বন্ধ করে বাসার ছাদ বরাবর তাকিয়ে থাকুন এবং চোখের মনি আনুমানিক ১৯ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেল এ রাখুন। তারপর বাসার ছাদে একটা বিশাল সাদা রং এর পর্দা কল্পনা করুন। আর তার মধ্যে হালকা নিল রঙের একটা সংখ্যা কল্পনা করুন, তাহলো ১৯। এরপর তা আসতে আসতে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং আবার আসতে আসতে আরেকটা সংখ্যা আসছে, তাহলো ১৮। এইভাবে উল্টো কাউন্ট করতে থাকুন। তবে তা খুব ধীরে ধীরে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর দেখবেন আপনার ঘুম চলে আসছে।

চিনি খাওয়া বিষ, তার পরিবর্তে খান কোকোনাট সুগার

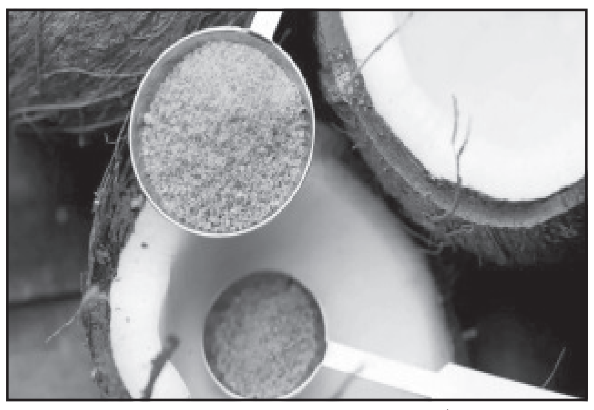

চিনি বিভিন্ন ধরণের খাবারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই চিনি বিষের চেয়ে কম কিছু নয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে ক্রমে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। অতিরিক্ত চিনি খেলে উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং ফ্যাটি লিভারের মতো স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। তাই বর্তমানে বিশেষজ্ঞকা সাদা চিনির পরিবর্তে এর স্বাস্থ্যকর বিকল্পও বেছে নিতে পরামর্শ দেন। তা এর জন কী খাবেন? কখনও নারকেল চিনির কথা শুনেছেন? হ্যাঁ,চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে নারকেল চিনি বেছে নিতে পারেন। নারকেল গাছের ফুলের রস থেকে এই চিনি তৈরি করা হয়। এই চিনি স্বাস্থ্যের জন বেশ উপকারীও। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই চিনির গুণাগুণ রক্তে শর্করার মাত্রা: নারকেল চিনি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে রয়েছে ফাইবার। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। এই চিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত চিনির পরিবর্তে নারকেল চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। ওজন কমাতে: নারকেল চিনিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটা খাওয়ার পর অনেকক্ষণ পেট ভরে যায়। এটি আপনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে।তাই এই বিশেষ চিনি খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কম প্রক্রিয়াজাত চিনি: নারকেল চিনি নিয়মিত সাদা চিনির তুলনায় কম প্রক্রিয়াজাত। এটি অত্যন্ত পরিশ্রুত তাই নারকেল চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। নারকেল চিনির পুষ্টিগুণ: নারকেল চিনিতে ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন এবং পটাসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এই চিনি খাওয়ার ফলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও পাওয়া যায়। কী সেগুলি? জানুন হাইপোগ্লাইসেমিয়া: এই চিনি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যা সারাতেও সাহায্য করে। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যায় কাঁপুনি, মাথা ঘোরা এবং বমি বমি ভাবের মতো উপসর্গ দেখা যায়। এই ধরনের সমসা কমায় নারকেলের চিনি। রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে: নারকেল চিনি খেলে রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়। এই চিনি শরীরে আয়রনের ঘাটতিও পূরণ করে। এছাড়া এতে রয়েছে জিঙ্ক, যা চুলের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। শুধু তাই-ই নয়, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই চিনি হাঁড় মজবুত করতেও সাহায্য করে। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

বাতের ব্যথায় আক্রান্ত হতে না চাইলে কম বয়স থেকেই মেনে চলতে হবে

বয়স বাড়লে কৃত্রিম রঙে সাদা চুল ঢেকে ফেলা সহজ। তবে বয়স বাড়লে হাড়ের ঘুণ ধরা প্রতিরোধ করা মোটেই সহজ নয়। তখন রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি আর ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চুলে রং লাগানোর মতো চটজলদি সমাধান এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। হাড়ের প্রধান উপাদান ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস। এ ছাড়াও আছে নানা ধরনের খনিজ। ঋতুবন্ধের পর মহিলাদের পোস্ট মেনোপজাল অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে এ কথাও ঠিক যে, বেশি বয়সে হাড়ের ক্যালশিয়াম কমে গিয়ে হাড়ে ঘুণ ধরার মতো সমস্যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হতে পারে। ৪০-এর পরে তাই হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে অল্প বয়স থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। রোজের কিছু অনিয়ম বাড়িয়ে দিতে পারে অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি। জেনে নিন, হাড় ভাল রাখার উপায়। ১) হাড়ের ক্ষয় আটকাতে ক্যালশিয়ামে সমৃদ্ধ খাবারের উপর জোর দেওয়া উচিত। দুধ, দই, ছানা খাওয়া সবচেয়ে ভাল, যাঁদের মিল্ক অ্যালার্জি আছে তাঁদের সয়াবিনের দুধ, টোফু খাওয়া দরকার। এ ছাড়া ক্যালশিয়াম পাবেন যে কোনও সবুজ শাক সব্জিতেও। এ ছাড়া মাছ, চিকেন, ডিমও খাওয়া দরকার। ২) নিজেকে সব সময়ে সচল রাখতে হবে। এক জায়গায় দীর্ঘ ক্ষণ বসে কাজ করা যাবে না। ঘণ্টাখানেক পর পর চেয়ার থেকে উঠে ঘোরাফেরা করুন। বয়স বাড়লে অনেকেই শরীরচর্চা এড়িয়ে চলেন। ভারী শরীরচর্চা না করলেও হালকা ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে। সকালে বা বিকেলে হাঁটাহাঁটি করুন। হাঁটুর ব্যায়াম করুন। ৩) ওজন বাড়লে পুরো শরীরের ভার হাঁটুর উপরে পড়তে শুরু করে। তাই হাঁটুর হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে। এই সমস্যা এড়িয়ে চলতে হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। তাই কেবল কোলেস্টেরল, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেই নয়, অস্টিওপোরোসিসের হাত থেকে নিস্তার পেতেও ওজন বাগে রাখা জরুরি। এর জন্য শরীরচর্চার জন্য সময় বার করতে হবে। শরীরে পর্যাপ্ত জলের জোগান না থাকলে হাড়ের সন্ধিগুলিতে থাকা তরলের মাত্রা কমে যায়। ছবি: সংগৃহীত। ৪) অতিরিক্ত ধূমপান করলে পুরুষদের টেস্টোস্টেরোন হরমোনের কার্যক্ষমতা কমে গিয়ে হাড় পলকা হতে শুরু করে, নিয়ম করে মদ্যপান করলে শরীরে নতুন হাড় তৈরির পদ্ধতি ব্যাহত হয় বলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই ধূমপান আর মদ্যপান এড়িয়ে চলাই ভাল। বংশে কারও এই রোগ থাকলেও অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়বে। ৫) শরীরে পর্যাপ্ত জলের জোগান না থাকলে হাড়ের সন্ধিগুলিতে থাকা তরলের মাত্রা কমে যায়। ফলে হাড় ভঙ্গুর হতে শুরু করে। তাই এই সময়ে বেশি করে জল খেতে হবে।

টাইট জিনস পরেন? হতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ

টাইট জিনস পরা আজকাল ফ্যাশন সিম্বল হয়ে উঠেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি এই ধরনের জিনস পরে থাকেন। অফিস কিংবা অন্যত্র, টাইট জিনস বেছে নেনে তাঁরা। দেখতে ভাল লাগলেও এই ফ্যাশনই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে বিপদের দিকে। অবাক হচ্ছেন তো? তবে এটাই সত্যি। আঁটোসাঁটো জিনসেই বাড়ছে বিপদ। হচ্ছে একাধিক স্বাস্থ্যের সমস্যা। তাই সতর্ক হতে হবে। জানুন কী ক্ষতি করছেন শরীরের

পিঠে ব্যথা: এই ধরনের জিনস পরলে অনেক সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোমরে ব্যথা। টাইট জিনস পরার কারণে হিপ জয়েন্ট এবং মেরুদণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে. ফলে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। এটিকে সাধারণ ব্যথা বলে অনেকসময়ই এড়িয়ে যায় মানুষ। তারা বুঝেই উঠতে পারেন না যে, জিনসের কারণে এই সমস্যা হচ্ছে।

জরায়ু সংক্রমণ:

টাইট জিনস পরার ফলে অনেক মহিলার অল্প বয়সেই জরায়ু সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রমণ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। যদি সময়মতো জরায়ু সংক্রমণের চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মহিলাদের পরবর্তীতে মা হতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য ঢিলেঢালা জিনস পরাই ভাল।

পেশীর দুর্বলতা:- টাইট জিনস পরার কারণে তলপেটের এবং কোমরের পেশী ধীরে-ধীরে দুর্বলহয়ে পড়ে। টাইট জিন্স, শরীরের সঙ্গে এমনভাবেই চেপে বসে থাকে যে, হাড় এবং জয়েন্টগুলির নাড়াচড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে পিঠ ও কোমর ছাড়াও পায়ে ব্যথা হয়। এবং ক্রমে পেশী দুর্বল হতে থাকে।

ত্বকে চুলকানি এবং জ্বালা:- দীর্ঘ সময় ধরে টাইট বা ফিটিং জিনস পরলে কখনও কখনও ত্বকে তীব্র চুলকানি এবং জ্বালাপোড়ার সমস্যা হতে পারে। কারণ টাইট জিনস পরলে অনেকসময়ই গোপনাঙ্গে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘাম হয়, কিন্তু সেই ঘাম শুকোয় না। এ কারণে ত্বকে তীব্র চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার সমস্যা দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়, টাইট জিন্স পরা মহিলাদের মধ্যে ভালভাডিনিয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা। কলা আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে আর কলার মধ্যে পুষ্টিও প্রচুর পরিমাণে থাকে। কলার মধ্যে ফাইবারের ভাগ বেশি থাকে। এই ফাইবার জলে দ্রবণীয়। আর এই ফাইবার হজম করতে সুবিধে হয়। ফাইবার থাকে বলে কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে। আর রোজ নিয়ম করে কলা খেলে নিয়মিত মলত্যাগও অনেক সহজ হয়ে যায়। আর কলা প্রোবয়োটিক হিসেবেও কাজ করে, যা অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। আমেরিকান পুষ্টিবিদ এরিন কেনির মতে, ফাইবার ছাড়াও কলায় প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টুলিগোস্যাকারাইড (এফওএস) থাকে। হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের শরীর হজম করতে পারে না তবে অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে কলা নিয়ম করে খেতে হবে। ২০১১ সালে অ্যানারোব জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর কলার প্রভাব পরীক্ষা করেন। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে রোজ কলা খেলে অন্ত্রে বিফিডোব্যাকটেরিয়া এবং ল্যাকটোব্যাসিলির মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এতে হজমের সমস্যাও ভাল হয়। ২০১৮ সালে ইউরোপীয় জার্নাল অফ ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় আইবিএস সমস্যার উপর গবেষণা করা হয়। এই সমস্যা হলে অন্ত্রে ফোলাভাব, ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে কলা খেলে অনেকটা সুরাহা হয়।

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে রাখুন করলা

প্রথম পাতে তেঁতো রাখার চল বাঙালিদের মধ্যে পুরনো। কিন্তু এই তেঁতো স্বাদের জন্য অনেকেই করলার তৈরি পদ খেতে পছন্দ করেন না। তবে, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে হলে আপনাকে তেঁতোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের করলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেঁতো স্বাদ হলেও করলা ইনসুলিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এতে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু সুগার লেভেল ঠিক রাখা ছাড়াও এই সবজির আরও গুণ রয়েছে। প্রতিদিন করলা সেদ্ধ কিংবা করলা জুস পান করে আপনি ওজনও কমাতে পারেন। এই সবজি আপনার মেটাবলিক হার বাড়ায় এবং এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এতে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ওজন কমানো সহজ হয়। করলা পুষ্টির ভাণ্ডার। এই সবজির মধ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম, ফোলেট ও আয়রন রয়েছে। তাই রোজ করলা খেলে আপনার দেহে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি হবে না। পাশাপাশি বাড়বে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ করলা। এতে ফ্ল্যাভনয়েড ও পলিফেনল নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। এতে আপনি রোগমুক্ত জীবন কাটাতে পারেন। ফাইবার থাকায় করলা খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয় না। পাশাপাশি এটি অন্ত্রের ভাল ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি সাহায্য করে। তাই পেটের গণ্ডগোল রুখতেও আপনি করলা খেতে পারেন। করলা ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্যও উপযোগী। এই সবজি খেলে আপনার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সহজেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারবেন। প্রতিদিন করলার রস পান করলে এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। এতে লিভারের পাশাপাশি ত্বকও ডিটক্সিফাই হয়। এতে ত্বকও সুস্থ থাকে এবং আপনি ব্রণ, ফুসকুড়ির মতো সমস্যা থেকেও দূরে থাকতে পারেন।

ঝিনুক মাশরুম ও তার উপকারিতা

মাশরুম খুবই পুষ্টিকর একটি খাবার। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। মাশরুম খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

মাশরুমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিগুণ: প্রোটিন: মাশরুমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে, যা শরীরের কোষ গঠন এবং মেরামতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভিটামিন: মাশরুমে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায়, যেমন ভিটামিন বি, ভিটামিন ডি। এই ভিটামিনগুলি শরীরের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। মিনারেল: মাশরুমে সেলেনিয়াম, কপার, পটাশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল থাকে, যা হাড়ের স্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট: মাশরুমে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, যা শরীরকে মুক্ত র‍্যাডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। ফাইবার: মাশরুমে ফাইবার থাকে, যা পাচনতন্ত্র স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

মাশরুম খাওয়ার উপকারিতা: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: মাশরুমে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং অন্যান্য উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়: মাশরুমে থাকা ফাইবার এবং অন্যান্য উপাদান কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে: মাশরুম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে: কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাশরুম কিছু ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। ওজন কমানোতে সাহায্য করে: মাশরুমে ক্যালোরি খুবই কম এবং ফাইবার বেশি থাকে, যা ওজন কমানোতে সাহায্য করে। পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে: মাশরুমে ফাইবার থাকে যা পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্য

স্বাস্থ্য ভালো রাখে: মাশরুমে ভিটামিন এবং মিনারেল থাকে যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ঝিনুক মাশরুম বা Oyster mushroom চাষ - ঝিনুক মাশরুম চাষ করা খুব একটা কঠিন নয়। এটি বাড়িতেও সহজেই করা যায়। তবে সফল চাষের জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র: মাশরুমের স্পন: এটি মাশরুমের বীজ। সাবস্ট্রেট: ধানের খড়, কাগজ, কলা পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পলিথিনের ব্যাগ: সাবস্ট্রেট এবং স্পন মিশিয়ে এতে রাখা হয়। স্প্রে বোতল: আর্দতা বজায় রাখার জন্য। জীবাণুমুক্ত পরিবেশ: মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ পরিষ্কার থাকা জরুরি। চাষ পদ্ধতি: সাবস্ট্রেট তৈরি: ধানের খড়কে ভালো করে পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। স্পন মিশ্রণ: সাবস্ট্রেটের সাথে মাশরুমের স্পন ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। পলিথিনের ব্যাগে ভরানো: মিশ্রণটি পলিথিনের ব্যাগে ভরে বেঁধে দিতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দতা: ব্যাগগুলোকে ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮০-৯০ শতাংশ আর্দতায় রাখতে হবে। ফসল তোলা: কিছুদিন পরে মাশরুম গজাতে শুরু করবে। পরিপক্ক হলে তা তুলে নিতে হবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: জীবাণুমুক্ত পরিবেশ: মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ পরিষ্কার থাকা খুবই জরুরি। আর্দতা: মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য আর্দতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু চলাচল: ব্যাগগুলোতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল হওয়া উচিত। তাপমাত্রা: মাশরুমের প্রজাতির উপর নির্ভর করে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে। ঝিনুক মাশরুম চাষের সতর্কতা ঝিনুক মাশরুম চাষ একটি লাভজনক ব্যবসা হতে পারে, তবে সফল চাষের জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। পরিচ্ছন্নতা: মাশরুম চাষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিচ্ছন্নতা। সামান্য পরিমাণে দূষণও মাশরুমের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং রোগ-বালাইয়ের কারণ হতে পারে। তাপমাত্রা ও আর্দতা: ঝিনুক মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও আর্দতা প্রয়োজন। তাপমাত্রা ও আর্দতার সামান্য পরিবর্তনও মাশরুমের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে। বাতাস: মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তাজা বাতাস প্রয়োজন। তবে বাতাসের বেগ অতিরিক্ত হলে মাশরুম শুকিয়ে যেতে পারে। আলো: ঝিনুক মাশরুমের বৃদ্ধির জন্য অন্ধকার বা কম আলোর পরিবেশ প্রয়োজন। অতিরিক্ত আলো মাশরুমের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। রোগ-বালাই: মাশরুম বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাইয়ের আক্রমণের শিকার হতে পারে। রোগ-বালাই প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে কীটনাশক ব্যবহার করা জরুরি। বীজ: ভালো মানের বীজ ব্যবহার করা জরুরি। কম মানের বীজ ব্যবহার করলে মাশরুমের ফলন কম হতে পারে এবং রোগ-বালাইয়ের আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।

মাশরুম চাষ, ঘরে বসে লাভজনক একটি ব্যবসা মাশরুম চাষ এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এটি পুষ্টিকর হওয়ার পাশাপাশি বাজারে এর চাহিদাও অনেক বেশি। তাই ঘরে বসে আপনি সহজেই মাশরুম চাষ করে লাভবান হতে পারেন।

মাশরুম চাষের লাভজনক দিক: কম খরচ: মাশরুম চাষে অনেক বেশি জমি বা পুঁজির প্রয়োজন হয় না। দ্রুত ফলন: মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি ফলন পেতে পারেন। উচ্চ মূল্য: বাজারে মাশরুমের দাম অনেক বেশি। সারা বছর চাষ: আপনি সারা বছরই মাশরুম চাষ করতে পারেন ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বন হতে পারেন।

রক্তের ক্যান্সারের উপসর্গগুলি অবহেলা করছেন না তো?

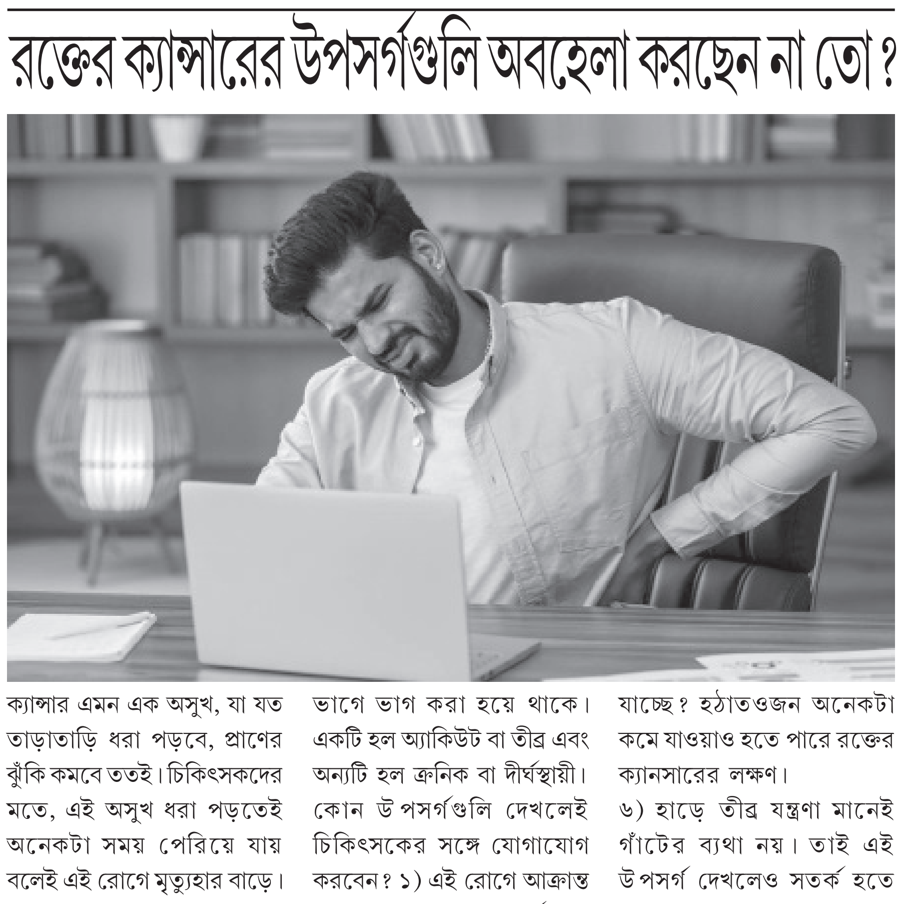

ক্যান্সার এমন এক অসুখ, যা যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, প্রাণের ঝুঁকি কমবে ততই। চিকিৎসকদের মতে, এই অসুখ ধরা পড়তেই অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় বলেই এই রোগে মৃত্যুহার বাড়ে। রক্তের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে প্রতি দিন। এই রোগে আক্রান্ত হলেই অজানা মৃত্যুভয় গ্রাস করে সর্ব ক্ষণ। যে কোনও বয়সে ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে।

শিশুদের মধ্যে এই ক্যান্সারের আশঙ্কা বেশি। এই রোগে আক্রান্ত হলে রক্তের মধ্যে থাকা উপাদানগুলির অনিয়ন্ত্রিত গঠন ও বিস্তার হতে থাকে। সে লোহিত রক্তকণিকা হোক বা শ্বেত রক্তকণিকা হোক বা প্লেটলেট। সাধারণত ব্লাড ক্যান্সারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হল অ্যাকিউট বা তীব্র এবং অন্যটি হল ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী। কোন উপসর্গগুলি দেখলেই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন? ১) এই রোগে আক্রান্ত হলে রক্তাল্পতার জন্য দুর্বলতা, খাবারের অরুচি, বুক ধড়ফড়, পায়ে জল জমে যাওয়া, ত্বক ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়।

২) দীর্ঘ দিনের জ্বর কিংবা ঘনঘন জ্বরে পড়া মোটেও ভাল লক্ষণ নয়। ৩) অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হলেও সতর্ক হোন। ৪) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া। লিভার ও প্লীহার আকার বেড়ে যাওয়াও রক্তের ক্যানসারের ইঙ্গিত হতে পারে। ৫) ডায়েট কিংবা শরীরচর্চা ছাড়াই অনেকটা ওজন কমে যাচ্ছে? হঠাতওজন অনেকটা কমে যাওয়াও হতে পারে রক্তের ক্যানসারের লক্ষণ।

৬) হাড়ে তীব্র যন্ত্রণা মানেই গাঁটের ব্যথা নয়। তাই এই উপসর্গ দেখলেও সতর্ক হতে হবে। ৭) ঘুমের মধ্যে ঘেমে যান। এমনটা হলেও দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। রক্তের ক্যান্সারের ধরণ এক বার নির্ণয় করা গেলে তার পরে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, রেডিয়োথেরাপি ইত্যাদি। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রোগ নিরাময়ের জন্য অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনও করা হয়ে থাকে। তবে সবার আগে প্রয়োজন সতর্কতার।

‘বীর বাল দিবসে’ শহিদদের ‘শতকোটি প্রণাম’ তরুণজ্যোতির

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ‘বীর বাল দিবস’ উপলক্ষে ‘দেশ, ধর্ম ও শাশ্বত সংস্কৃতি রক্ষায় আত্মত্যাগী গুরু শ্রী গোবিন্দ সিং জি মহারাজের চার সাহেবজাদাকে’ শ্রদ্ধা জানালেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সহ—সভাপতি তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

তরুণজ্যোতি বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে বীর শহিদদের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, “শতকোটি প্রণাম। তাঁদের অদম্য সাহস, অটল নৈতিকতা ও অকুতোভয় বীরত্ব ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই অসাধারণ গৌরবগাথা ধর্ম, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁদের আত্মত্যাগ ভারতীয় সমাজকে সৎ পথে চলার, ন্যায়ের জন্য লড়াই করার এবং দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পথে এগিয়ে যেতে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।

আজকের দিনটা পালন হয় বীর বাল দিবস হিসাবে। ২৬ ডিসেম্বর ‘বীর বাল দিবস’ গুরু গোবিন্দ সিং জির দুই বীর পুত্র শহিদ জোরাবর সিং জি ও শহিদ ফতেহ সিং জির আত্মবলিদান দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।”

কথিত আছে, মুঘলরা অতর্কিতে আনন্দপুর সাহেবের দুর্গ আক্রমণ করে। সাহেবজাদা বাবা অজিত সিং এবং বাবা জুজর সিং শহিদ হন।

মুঘলরা সাহেবজাদা বাবা জোরওয়ার সিং এবং বাবা ফতেহ সিং উভয়কেই বন্দি করেন। উজির খান উভয় সাহেবজাদাকে তাঁর দরবারে ডেকে তাঁদের ধর্মান্তরিত করার হুমকি দেন। কিন্তু উভয় সাহেবজাদাই ‘জো বোলে সো নিহাল, সত শ্রী আকাল’ স্লোগান দিতে দিতে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করেন। উজির খান ক্ষুব্ধ হয়ে উভয় সাহেবজাদাকে প্রাচীরের মধ্যে জীবন্ত কবর দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাঁরা শহিদ হন।

আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ প্রসাদ নিতে ইসকন মন্দিরে, বৈঠক রাধারমণ দাসের সঙ্গে

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের জেলবন্দি সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষের পাশে কলকাতার ইসকন। চিকিৎসার স্বার্থে আপাতত বাংলায় রয়েছেন ওপারের ওই প্রবীন আইনজীবী। বৃহস্পতিবার প্রসাদ নিতে ইসকন মন্দিরে গেলেন তিনি।

বর্ষীয়ান আইনজীবীকে মন্দিরে নিয়ে যেতে তাঁর বাড়িতে আসেন কলকাতার ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। সেখানেই তিনি জানান, রবীন্দ্র ঘোষের লড়াইতে ইসকন সঙ্গে আছে।

আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ বাংলাদেশের ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর হয়ে আদালতে লড়াই করছেন। তাঁর স্বপক্ষে বারবার সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে কলকাতার ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্টকে। এবার সরাসরি সাক্ষাৎ হলো দুজনের। ইসকন মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে আসেন রাধারমণ দাস। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হয়। তারপর ইসকনের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা।

‘বীর বাল দিবসে” বার্তা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার ‘বীর বাল দিবসে” সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, “”বীর বাল দিবসে”, আমি গুরু গোবিন্দ সিং জির চার সাহেবজাদার সাহসিকতা, দেশপ্রেম এবং ভক্তিকে সালাম জানাই। এই সাহেবজাদারা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে মেনে নিলেও ধর্ম ও আত্মসম্মানের সাথে কখনও আপস করেননি। এই দিনটি আগামী প্রজন্মকে এই চার সাহেবজাদার জীবন থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করবে। ‘বীর বাল দিবস”-এর মাধ্যমে চার সাহেবজাদার বীরত্বগাথা মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে মোদী সরকার।”

মুর্শিদাবাদে পাঁচিল চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু, শোকস্তব্ধ পরিজনরা

মুর্শিদাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বাড়ির পাশে খেলার সময় পাঁচিল চাপা পড়ে মৃত্যু হল চার বছরের এক শিশুর। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের প্রসাদপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম, জয় দাস (৪)। তার বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রসাদপুর গ্রামে।

ছোট্ট শিশুর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ছোট্ট জয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা বাবুলাল মারান্ডির

রাঁচি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা জানালেন ঝাড়খণ্ড বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি এবং সেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। বিপ্লবী ও শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাবুলাল মারান্ডি বলেছেন, তাঁর জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম। তিনি দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, উধম সিং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ইংল্যান্ডে গিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারকে পাঠ দিয়েছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিকদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন।

হিন্দুদের দেশত্যাগ নিয়ে সপাট প্রশ্ন তথাগতের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : “আসলে বাংলাদেশ আমারই উঠোনের ওপারে থাকা আর একটি ঘর, যেখানে ইতিহাস রেখে এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ।” এবং, “ছেড়ে আসা বাড়ির উঠোনের গাছটার জন্য মন খারাপ করতেন যাঁরা, তাঁরা এমন করে মিথ্যে হয়ে গেলেন? ফিরে যাবোনা আর? সেই চেনা মাটির কাছে?”

বৃহস্পতিবার একটি দৈনিকে প্রকাশিত একটি লেখায় এই দুটি পৃথক পংক্তি চিহ্নিত করে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তোপ দাগলেন, “সেই চিরপরিচিত ন্যাকামি, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু বাঙালির সেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। নেই শুধু আসল প্রশ্নটা: কেন ফেলে এলাম ? কেন চলে এলাম? কেন, কেন, কেন?

প্রশ্নটা নেই কারণ উত্তরটা জানা, শুধু বামপন্থী-গান্ধীবাদী নিয়মে বলতে মানা! মুসলমানের অত্যাচার, মুসলমানের নির্যাতন, তাই ফেলে এলাম।”

সঙ্গে এ দিন তথাগতবাবু একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। তাতে লেখা, “আমার পূর্বপুরুষের দেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। বাঙালী মুসলমানরা আমাদের বর্ধিত পরিবারকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভাববেন না আমরা এত সহজে ভুলে যাব। অধিকাংশ বাংলাদেশী মুসলমান মাত্র দুটি কাজের জন্য ভালো: সেখানে বিপুল সংখ্যক হিন্দুদের যন্ত্রণা দেওয়া; এবং সৌদি আরবে ল্যাট্রিন পরিষ্কার করা।’

শুক্রবার একদিনের জম্মু সফরে উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার একদিনের সফরে জম্মু যাচ্ছেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃকা অডিটোরিয়ামে এসএমভিডিইউ ক্যাম্পাসে আয়োজিত দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এই সফরকালে উপরাষ্ট্রপতি মাতা বৈষ্ণো দেবীর মন্দির এবং ভৈরব মন্দির দর্শন করবেন বলে জানা গেছে।

শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শহীদ সর্দার উধম সিংকে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার অমিতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, “অমর শহীদ সর্দার উধম সিং জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। সর্দার উধম সিং জি দেশ এবং আত্মসম্মানের জন্য বীরত্বের শিখরে গিয়েছিলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য কোনও কিছুর পরোয়া করেননি।

উধম সিং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ইংল্যান্ডে গিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারকে একটি পাঠ শিখিয়েছিলেন। তিনি অনুপ্রেরণা হয়েছিলেন দেশপ্রেমিকদের জন্য।

গদর পার্টির মাধ্যমে তিনি অভিবাসী যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেমের স্ফুলিঙ্গ জাগ্রত করে তাঁদের সংগঠিত করেন। সর্দার উধম সিং জির জীবন আমাদের যুগে যুগে দেশের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে অনুপ্রাণিত করবে।”

শুভেন্দুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অমিত শাহকে আর্জি তথাগতের

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আর্জি জানালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

অমিত শাহ এবং তাঁর অফিসকে শুভেন্দুবাবুর ওপর আক্রমনের আশঙ্কার রিপোর্টের প্রতিলিপি যুক্ত করে তথাগতবাবু লিখেছেন, “হরকাত-উল-জিহাদ-উল-ইসলাম এবং হিজবুত তাহরীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় বিজেপি-র বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হত্যার পরিকল্পনা করতে পারে। দয়া করে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করুন। এটিও প্রমাণ করে যে শুভেন্দু সঠিক পথে রয়েছেন।”

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের দু’টি জঙ্গি সংগঠনের লক্ষ্য রয়েছে শুভেন্দুবাবুর উপর। রাজ্যকে রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এ নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিংও। তিনি আবার সুর চড়িয়ে বললেন, রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার মদতে শুভেন্দুবাবুকে খুনের ছক কষা হচ্ছে। আইইডি বিস্ফোরণে তাঁকে খুনের ছক করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন অর্জুনবাবু।

মির্জাপুর: পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দু”জনের, পরিবারে শোকের ছায়া

মির্জাপুর, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দু”জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যায় সামাদপুর গ্রামের কাছে বারাণসী-শক্তিনগর সড়কে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে। নন্দু গুপ্তা (৫০) নামে এক কৃষক একটি ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মারা যান। দুর্ঘটনার পর থেকে ট্যাঙ্কার চালক পলাতক। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি আবার ঘটে বুধবার রাতে। করণপুর ফাঁড়ির কাছে একটি কনটেইনারের ধাক্কায় এক মোপেড আরোহী রাজেশ (৫৫) মারা যান। জানা গেছে, তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দুদিনের সফরে জয়পুরে জে পি নাড্ডা

জয়পুর, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বৃহস্পতিবার থেকে দুদিনের জয়পুর সফরে। জানা গেছে, তিনি এদিন সন্ধ্যায় জয়পুরে যাচ্ছেন। আর শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ফিরে যাবেন।

রাজস্থানের বিজেপির রাজ্য সভাপতি মদন রাঠোর জানান, জে পি নাড্ডা সেখানে একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখবেন। এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। জয়পুরে এই কর্মসূচিতেই অংশ নেবেন জে পি নাড্ডা। কর্মসূচীর পরে বিজেপির রাজ্য দফতরে তাঁর যাওয়ার কথা। সেখানে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে।

ইসলামপুরের হোটেলে দুষ্কৃতী হামলা, তদন্তে পুলিশ

ইসলামপুর, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের শিয়ালতোর রোড পাড়া এলাকায় একটি হোটেলে তান্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা। বুধবার রাতে ওই হোটেলে গণ্ডগোল হয়েছিল। এরপর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ ২৫-৩০ জন দুষ্কৃতীর একটি দল হোটেলে ফের হামলা চালায়। হোটেলে ভাঙচুর চালানোর পর মালিকের বাড়িতেও তারা ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ এই হামলার তদন্ত শুরু করেছে।

বুধবার আগরতলায় মৌ চাং এক মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।

যুব শক্তি সর্বদা ভারতের অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশালতা গুরুদের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশালতা গুরুদের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল, সাহেবজাদাদের আত্মত্যাগ এবং দেশের ঐক্যের মূল মন্ত্র।

বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে বীর বাল দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুরু পরম্পরা সকলকে সমান শ্রদ্ধার সাথে দেখতে শিখিয়েছে এবং সংবিধানও আমাদের একই চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সাহসী সাহেবজাদাদের জীবন মানুষকে শেখায় দেশের অখণ্ডতা ও ধারণার সঙ্গে আপস না করতে। তিনি বলেন, সংবিধান জনগণকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে সর্বাগ্রে রাখার নীতি দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাহেবজাদা জোরওয়ার সিং এবং সাহেবজাদা ফতেহ সিং খুব ছোট ছিলেন, কিন্তু তাদের সাহস ছিল আকাশের চেয়েও উঁচু। তিনি বলেন, বীর বাল দিবসের এই দিনটি শিক্ষা দেয় যে পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, দেশ ও স্বার্থের চেয়ে বড় কিছু নয়। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত, যুব শক্তি সবসময় ভারতের অগ্রগতিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর গণ-আন্দোলন, প্রতিটি বিপ্লবে ভারতের তরুণরা অবদান রেখেছে।

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোনও আপস নয়, অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে বার্তা রেভন্থের

হায়দরাবাদ, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে তেলেগু অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। চলচ্চিত্র প্রযোজক সুরেশ বেবি, কে এল নারায়ণ, দামোধর, বিভিএসএন প্রসাদ, চিন্না বাবু, সুধাকর রেড্ডি; চলচ্চিত্র পরিচালক কর্তলা শিবা, অনিল রবিপুদি, কে রাঘবেন্দ্র রাও, প্রশান্ত বর্মা; শিল্পী নাগার্জুন, শিব বালাজি, ভেঙ্কটেশ প্রমুখ হায়দরাবাদের আইসিসিসি বিল্ডিংয়ে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন।

সূত্রের খবর, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডি তেলেগু অভিনেতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে কোনও আপস করা হবে না এবং তেলেঙ্গানা সরকার তেলেগু চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির পাশে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে অবশ্যই দায়বদ্ধ হতে হবে।

৪০৮ গ্রাম হেরোইন-সহ গ্রেফতার মাদক পাচারকারী

জম্মু, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): অপারেশন সঞ্জীবনীর মাধ্যমে মাদক পাচার রুখতে অভিযান চালানো হলো উপত্যকায়। জম্মু পুলিশ বাসস্ট্যান্ড থানার বিসি রোড থেকে লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ মাদক পাচারকারী ইয়াকুব আলীকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে উদ্ধার করা হয়েছে ৪০৮ গ্রাম হেরোইন। জানা যাচ্ছে, নাকা তল্লাশির সময় সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Government Degree College Kamalpur, invites e-Tender from bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers/Agency for "(i) Supply, Installation, Testing and Commissioning of All-in-One Desktop Computers, (ii) Supply, Installation, Testing and Commissioning of 75" AI, Wi-Fi enabled Interactive Smart Board, (iii) Supply, Installation, Testing and Commissioning of 75" 4K Smart TV and (iv) Supply, Installation, Testing and Commissioning of CCTV system" at Government Degree College Kamalpur through e-Procurement website of Government of Tripura, http://tripuratenders.gov.in. Bidding details i.e. items specifications, job description, Terms and conditions will be available at www.tripuratenders.gov.in.
The interested agency may digitally submit their bids in the form of two bid system by 06.01.2025 up to 5:00 PM.
ICA/C/3034/24

Principal
Government Degree
College Kamalpur Dhalai, Tripura

PNIe-T-24/EE/RD/BSGD/SPJ/2024-25
dt. 23/12/2024

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 06/01/2025 for 7 (Seven) nos work.
Eligible bidders
online shall participate in bidding only in
through website https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 30.12.2024 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.
ICA/C/3043/24

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division
Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Animesh Sarkar, Forester, Beat Officer, Radhanagar Wildlife Beat under Rangamura Wildlife Range of Trishna Wildlife Sanctuary vide his O.R. No. 13/Rangamura W.L Range/ 2024-25 dated, 03/12/2024 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-03-A-1788 (Bolero Max) Engine No-0302AB0300H and Chasis No- invisible from Rangamura South Muslim Para under Rangamura Wildlife Range on 24/09/2023 at about 01:30 pm for illegally carried 87(eighty seven) nos over 1.085 cum ordinary swan timber. Upon enquires by myself along with the other staffs of Rangamura Wildlife Range and Wildlife Protection Unit, Joychandpur, it was found that the said vehicle was carrying illegally 87(eighty seven) rios over 1.085 cum ordinary swan timber without any permission of Forest Department and without GP/TP. Then the said vehicle had been detained without driver and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce.
NOW THEREFORE, in exercise of power conferred upon me vide Notification No. F.7(310)/For/FP/2016/ 25,701-747 dated, 15/11/2016 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No. TR-03-A-1788 (Bolero Max) for the commission of offence under Section 41,42 of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44. FP/90/22,795 dt. 07.05.1990 of Government of Tripura.
NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-03-A-1788 (Bolero Max) to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 30(thirty) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.
If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.
Issued under my seal and signature of this day on...16/December/2024
ICA/D-1557/24

(Bimal Das, TFS) Warden
Authorized Officer
Wildlife
Wardenldlife Sanctuary
Trishna Wildlife Sanctuaandpur
Joychandpur

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/20/2024-25

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	CLASS OF TENDERER
1	EE-IED/UDP/38/2024-25	₹ 5,44,289.00	₹ 10,886.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs. on 07/01/2025	At 15.30 Hrs. on 07/01/2025	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/39/2024-25	₹ 7,39,995.00	₹ 14,800.00	30 Days			
3	EE-IED/UDP/40/2024-25	₹ 5,69,885.00	₹ 11,398.00	30 Days			
4	EE-IED/UDP/41/2024-25	₹ 19,39,118.00	₹ 38,782.00	60 Days			
5	EE-IED/UDP/42/2024-25	₹ 7,91,544.00	₹ 15,831.00	30 Days			

portal https://tripuratenders.gov.in Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement
ICA/C/8039/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
(ER. AMIT DEBBARM
Mobile: 9402162303
Udaipur, Gomati Tripura.
Internal Electrification Division, PWD(B)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 17/EE/WRD-I/e-tender/2024-25.
Dated:- 23/12/2024.

The Executive Engineer, W.R Division No-I, Kunjaban,Agartala, Tripura West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti Swift/Tata Munja run by Petrol/ CNG of model not older than 2019 and conforming to BS-VI, on 15-01-2025 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 16-01-2025 at 4:00 PM, if possible for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 88/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 6,12,000.00	₹ 12,240.00	365 (Three Hundred Sixty Five) days

1. Last date & time for online Bidding:- 15/01/2025 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 16/01/2025 at 4:00 PM (if possible)
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.
ICA/C/3029/24

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Arindam Chakraborty),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-1,
Kunjaban, Agartala, Tripura

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর
জীবনযাত্রার উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। সামাজিক মধ্যমেয়ে শোকবার্তায় তিনি লেখেন, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং জি-এর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। জাতি গঠনে এবং দেশের অর্থনৈতিক দৃশ্যপট গঠনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিদেহী আত্মা যেন চির শান্তি পায়! ওম শান্তি।
এদিন তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
আছে। শুধু শিকাগো শহর নয়, সনাতন ধর্ম নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁকে অনেক জায়গায় ডাকা হতো। তিনি আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তুলে ধরেছিলেন।
এদিন তিনি আরও বলেন, আগরতলা পুরনিগম মহানাম অঙ্গন মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সৌন্দার্য্যায়ণে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মহানাম অঙ্গণের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমাজের জন্য কাজ করাই আসল ধর্ম। বিভিন্ন অসামাজিক কাজ থেকে বিরত রয়েছে টই আশ্রম। সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই মানব ধর্ম পালনের স্বার্থকতা আসে। শিক্ষাকে পাথেয় করে মনের গ্লানি দূর করে মনকে শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ করার যে ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা চেতনা মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর ছিল তা সমাজে ছড়িয়ে দিতে সবার প্রতি আহবান জানিয়েছেন তিনি।

জনতার

● প্রথম পাতার পর
থাকায় তাদের আসতে দেরি হয়েছে বলে জানান দমকল কর্মীরা।
এদিকে, বক্সনগরে দমকল বাহিনীর জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসী। গোটা বক্সনগর জুড়ে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অফিস রয়েছে, যেমন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ফিসারি, আইসিডিএস, এডুকেশন, টিআরএলএম ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে হাসপাতাল, বিদ্যুৎ দপ্তর, বিএসএনএল অফিস, পেট্রোল পাম্প, ব্যাংক, পি ডব্লিউ ডি, গ্যাস এজেন্সি, আইটিআই কলেজ, বিএসএফের হেডকোয়ার্টার সহ বেশ কিছু বড় কোম্পানির শোরুম। কিন্তু বক্সনগরে এখনো কোনো দমকল বাহিনী না থাকার কারণে বিভিন্ন সময়ে অনেক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।বহুবার আগুনের পুড়েছে অনেক ঘরবাড়ি ও দোকানপাঠ। তাই কাল রাতের ঘটনায় অগ্নি নির্বাপক গাড়ি আটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আমজনতা। এমনকি দীর্ঘ দু-তিন ঘন্টা অগ্নি নির্বাপক ইঞ্জিন গাড়ির চাবি নিয়ে গাড়ি আটকে রেখে দেয় তারা। বক্সনগর অগ্নি নির্বাপক দপ্তর তৈরির দাবিতে এলাকাবাসীর এহেন আচরণ। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ বক্সনগরে দমকলের ব্যবস্থা করা হয়।

মঞ্জুরিপত্র

● প্রথম পাতার পর
এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এরমধ্যে তেলিয়ামুড়ার শতাব্দী মজুমদার আইএএস এবং বিশালগড়ের সৌরভ দাস আইআরএস হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

অর্পণ

● প্রথম পাতার পর
কান্তি বিশ্বাস বলেন, ডঃ বি আর আম্বেদকর নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ -কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। আগামীদিনে এর প্রতিবাদে মাঠে নামছে কংগ্রেস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফিরে দেখা ২০২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন যে সব তারকারা

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আরও একটা বছর। ২০২৪ সালের প্রায় পুরোটা জুড়েই মাঠে ছিল ক্রিকেট। আর এই বছরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই বলেছেন অনেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার।
চলতি বছরের জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এই ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন রোহিত-বিরাট-জাদেজা। টি-টোয়েন্টি ফরমেট থেকে বিদায় নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ড।
অক্টোবরে ভারত সফরে এসে বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান টেস্ট আর টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন। তার সতীর্থ মাহমুদ উল্লাহও বিদায় জানিয়েছেন টি-টোয়েন্টিকে।
এদিকে ২০২৪ জুড়ে তিন ফরম্যাটকেই বিদায় বলেছেন এমন ক্রিকেটারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তবে তাদের মধ্যে ওপরের সারিতে থাকবেন অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। একই দেশের ম্যাথু ওয়েডও আছেন এই তালিকায়।
চলতি বছরেই লর্ডসের মাঠে খেলে ক্রিকেটকে বিদায় জানান ইংলিশ পেসার জিমি অ্যান্ডারসন। যে দলে আছেন জিমির দেশের ক্রিকেটার দাউদ মালান আর মঈন আলীও। যদিও এর আগে অবসর ভেঙে বেন স্টোকসের অনুরোধে একবার টেস্টে ফিরেছিলেন মঈন। বছরের শেষে হঠাৎ করে ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চলমান বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির মধ্যেই অশ্বিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাটপ্যাড তুলে রাখার। ২০১০ থেকে দীর্ঘ ২৪ বছর ভারতের জার্সিতেখেলেছেন। বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সবই জিতেছেন।ঋদ্ধিমান সাহা, জাতীয় দলে দীর্ঘদিন ধরেই ব্রাত্য ছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ত্রিপুরার হয়ে খেলতেন। কিন্তু ক্রিকেটার হিসাবে জীবনের শেষ মরশুমটা বাংলার জার্সিতে মাঠে নামতে চান তিনি। নভেম্বর মাসে আচমকাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে সেই কাজটা তিনি করতে চান বাংলাকে রনজি চ্যাম্পিয়ন করে।
২০২৪ সালেই আগস্ট মাসে অবসরের খাতায় নাম লিখিয়েছেন ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো শিখর ধাওয়ান। এছাড়াও জুন মাসে দীনেশ কার্তিক তাঁর জন্মদিনে অবসর ঘোষণা দিয়েছেন। আর এক ভারতীয় ক্রিকেটার সৌরভ তেওয়ারিও বিদায় নিয়েছেন চলতি বছরেই।
আর সব ফরমেটের ক্রিকেটকে গুডবাই বলেছেন নিউজিল্যান্ডের কলিন মুনরো, টিম সাউদি, নিল ওয়াগনাররা। নামিবিয়ার কিংবদন্তি ডেভিড ভিসাও চলতি বছরই নিয়েছেন অবসর। পাকিস্তানের মোহাম্মদ আমির, ইমাদ ওয়াসিমরাও ২২ গজকে বিদায় বলেছেন এবছরই। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে এরা বিদায় বললেও এখনও খেলে চলেছেন ফ্রাঞ্চাইজি লিগগুলোতে।

বঙাইগাঁওয়ে অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম তিনটি বসতবাড়ি, সুরক্ষিত বাজার

বঙাইগাঁও (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বঙাইগাঁওয়ে সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তিনটি বসতবাড়ি ভস্ম হয়ে গেছে। ঘটনা গতকাল বুধবার মধ্যরাতে বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত বালারপেট তিনিয়ালি বাজার এলাকায় সংঘটিত হয়েছে।জান গেছে, আগুনে করালগ্রাসে সামেদ আলি, সুলেমান আলি এবং রফিকুল ইসলামের তিনটি বাড়ি এবং একটি টেম্পো গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা তাদের প্রায় সব আসবাব ও বহু জরুরি নথিপত্র ইত্যাদি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকা হবে, জানান ক্ষতিগ্রস্তরা।ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। বাহিনীর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ইত্যবসরে তিনটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দা এবং অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দৌলতে আগুনের গ্রাস থেকে সংলগ্ন বাজার এবং গোটা জনপদ রক্ষা পেয়েছে।এদিকে খবর পেয়ে অকুস্থলে বরঘোলা ফাঁড়ি থেকে পুলিশ সদস্যরা ছুটে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে দমকল ও পুলিশ আধিকারিকের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

বিধায়কের দ্বারস্থ মা

● প্রথম পাতার পর
জন্ম নেওয়া ছেলের পেট ফুলে আছে। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানতে পারেন শিশু সন্তানটির পায়ুদ্বার বা মল ত্যাগের রাস্তা নেই। সাথে সাথেই তাকে আগরতলার হাপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে প্রাথমিক ভাবে একটি অপারেশন হয় আরমানের। চিকিৎসকরা তার পেটে অপারেশন করে নল লাগিয়ে দেন। বলা হয় ২ বছরের মাথায় পুনরায় একটি অপারেশন করাতে হবে। সেই থেকে নলের সাহায্যেই মল ত্যাগ করছে সে। মল ত্যাগের পর জল দিয়ে শৌচকার্য্য করানো হয়না শিশুটিকে, বরং কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হয়। পাশাপাশি নজর রাখতে হয় কোন ধরনের সংক্রমণ যেন না হয় পেটে লাগানো নলের অংশটিতে। এমনটাই জানিয়েছেন শিশুটির এক আত্মীয়। জন্মগত জটিল সমস্যায় ভুগতে থাকা ছোটো আরমান স্বাভাবিক ছন্দে অন্য শিশুদের মতো খেলাধুলা ছুটাছুটি করতে পারে না। কি হবে এই শিশুটির ভবিষ্যৎ? তা ভেবে কোন কুল-কিনারা পাচ্ছেন না তার মা-বাবা ও পরিবারের লোকজন।জানা গেছে, কয়েকদিন আগে আরমানের দ্বিতীয় অপারেশনের দিনক্ষন নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু সেই অপারেশনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সেই টাকা পরিবারের লোকজন জোগাড় করতে না পারায় অপারেশনটি করা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা আগামী ৩ তারিখে অপারেশন করবে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু অর্থাভাবে আদৌ অপারেশন করা যাবে কি না, তা বুঝে উঠতে পারছেন না আরমানের মা বাবা সহ পরিবারের অন্যান্যরা।এদিকে, প্রতি মাসে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে শিশুটির পেটে লাগানো নলটি ড্রেসিং করতে হয়। কখনো কখনো পাল্টাতেও হয় ওই নল। সাথে ঔষধ , চিকিৎসকের ফী ইত্যাদিও দিতে হয়। ওই এলাকার অন্যান্যদের মতে একপ্রকার অসহায় হয়ে পড়েছে আরমানের পরিবারটি। এই অবস্থায় সহায়তার জন্য সমাজের হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি এলাকার বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন আরমানের মা কুলসুম বেগম।

পালিত

● প্রথম পাতার পর
শ্রদ্ধা জানানো হয় দেশের জন্য বলিদান হওয়া দুই বীর শিশুকে।
উল্লেখ্য, গুরু তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন গুরু গোবিন্দ সিং তখন তার বয়স মাত্র ৯ বছর।একদিকে গুরু গোবিন্দ সিং ছিলেন নেতা, যোদ্ধা, কবি ও দার্শনিক। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের চার পুত্রের অসীম সাহসিকতা এবং বীরত্বগাথার যাঁদের হত্যা করেছিল মোঘলরা।তাঁর চার পুত্রের নাম অজিত সিং, জুঝর সিং, জোরাওয়ার সিং এবং ফতেহ সিং। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতেই ২৬ ডিসেম্বর দিনটি 'বীর বাল দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত ৯ জানুয়ারি এ কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
সারা দেশের সাথে রাজ্যেও পালিত হচ্ছে বীর বালক দিবস। আজ বিজেপির উদ্যাগে প্রদেশ কার্য্যালয়ে শহীদ বীর বালক দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
এদিন ভগবান দাস বলেন, শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংয়ের পাঁচ এবং আট বছর বয়সি সন্তান সাহেবজাদারা ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতেই ২৬ ডিসেম্বর দিনটি বীর বাল দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ফিরে দেখা ২০২৪, বিষয় সরকারি কার্যক্রম ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

- গুয়াহাটি, ১ জানুয়ারি (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগর এবং পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে চলাচলের জন্য ২০০টি বিদ্যুৎ পরচালিত যাত্রীবাহী বাস উৎসর্গ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার।
- গুয়াহাটি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) : অসম সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য চালু করছে "মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা" প্রকল্প। এদিন এই প্রকল্প ঘোষণা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।
- গুয়াহাটি, ৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চালু অসম সরকারের 'সেবা সেতু পোর্টাল'। ফিঙ্গারপ্রিন্টের বলে ৫০০-এর বেশি সরকারি পরিষেবা এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।
- সরভোগ (অসম), ২৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরভোগে ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত মাল্টি ইউটিলিটি ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার।
- রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণনগরে প্রস্তাবিত ৫৭৮ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভূমিপুজন ও শিলান্যাস করেছেন ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা।
- জাগিরোড (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : বহুজনের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং টাটা সনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরনের হাতে অসমের জাগিরোডে ২৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে প্রস্তাবিত সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট-এর ভূমিপূজন।
- পাথারকান্দি (অসম), ৪ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, দক্ষতা, নিয়োগ ও শিল্পদ্যোগ এবং পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়ার হাতে শ্রীভূমি (তদানীন্তন করিমগঞ্জ) জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগর এবং পাথারকান্দিতে পৃথক দুটি সম-জেলা (কো-ডিস্ট্রিক্ট)-র উদ্বোধন।
- গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে 'শ্রীভূমি' জেলা করতে সিলমোহর পড়েছে রাজ্য ক্যাবিনেটে।
- গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর (হি.স.) : বিজ্ঞপ্তি জারি করে অসমের করিমগঞ্জ জেলা ও করিমগঞ্জ শহরের নামাকরণ 'শ্রীভূমি' করেছে রাজ্য সরকার।
- গুয়াহাটি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের হোজাই জেলা সদরের বিদ্যমান নাম 'শংকরদেব নগর'-এর পরিবর্তন করে নতুন নাম 'শ্রীমন্ত শংকরদেব নগর'-এ অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানিংয়ে যাতায়াত ছিল জাভেদের দাবি স্থানীয়দের

ক্যানিং, ২৬ ডিসেম্বর(হি.স.) : দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানিং এলাকায় যাতায়াত ছিল জাভেদের। এমনকি বছর দুয়েক আগে ক্যানিংয়ে এসে প্রায় ২৫ দিন ছিল সে। এখান থেকেই কলকাতার ভিক্টোরিয়া, সায়েন্স সিটি, ধর্মতলা চত্বর ঘুরে দেখেছিলেন তিনি। তাঁর শ্যালক গোলাম মহম্মদের সাথেই এইসব এলাকা ঘুরে দেখেছিল বলে ক্যানিংয়ের গার্লস স্কুল পাড়ার বাসিন্দাদের।দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে শীতের মরশুমে ক্যানিং এলাকায় শীতবস্ত্র বিক্রি করতে আসছেন গোলাম মহম্মদ। তাঁর এক ভাইও দীর্ঘদিন ধরেই একই ভাবে ব্যবসা করেন ক্যানিংয়ে। চলতি বছরে ক্যানিং হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন ঢালি পাড়ায় মোনাব্বার পিয়াদার বাড়িতে ঘর ভাড়া নিলেও এর আগে ক্যানিং গার্লস স্কুল পাড়াতেই বহুদিন ধরে বছরের পর বছর ভাড়া ছিলেন গোলাম। আর সেখানেই গত ২০২২ সালে জাভেদ আরও একবার এসেছিলেন বলে জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। সে সময় এসে প্রায় টানা ২৫ দিন ছিলেন তেহেরিক-ই-মুজাহিদিনের অন্যতম সক্রিয় সদস্য জাভেদ মুন্সি। শুধু এই এলাকায় ছিলেন এমনটা নয়, এখান থেকেই কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেছিলেন তিনি। কোন নাশকতার ছক কষতেই এভাবে বিভিন্ন এলাকা তিনি ঘুরে দেখেছিলেন কিনা সেটা ক্ষতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে জাভেদ যে জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্ত এবং এই এলাকায় এত দিন ধরে ছিলেন সেটা জানতে পেরে রীতিমত আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষ।
স্থানীয় বাসিন্দা জগদীশ প্রামাণিক বলেন, "এর আগেও ঐ লোক এখানে এসেছিলেন। অন্তত ২৫ দিনের মত ছিলেন এখানে। আমরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন গোলামের জামাইবাবু তিনি। বেড়াতে এসেছেন কাশ্মীর থেকে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা দেখতেও গেছিলেন। তবে তাঁকে দেখে সন্দেহ হওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন আমরা যথেষ্ট আতঙ্কিত যে এই ধরনের একটা লোক এখানে ছিল।"
এদিকে সোমবার সকাল থেকে মোনাব্বারের বাড়ির সদর দরজায় তালা। কোনমতেই সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের সাথে কেউই কথা বলতে চাননি। গোলামের সাথেও যোগাযোগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জানা যায় , ২০০৮ সালে জাভেদ গোলাম মহম্মদের বোনকে বিয়ে করে। যদিও, তাঁর বেশ কিছু বছর আগে ২০০১ সালে নিষিদ্ধ কাশ্মিরী জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-মুজাহিদিন এর দলে নাম লেখায়। এখান থেকেই তদন্তকারীদের অনুমান, জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত আছে জেনেও গোলাম মহম্মদের বোন তাঁকে বিয়ে করেছিল।
পুলিশ সূত্রে জানা যায় , ধৃত জাভেদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন, ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং শ্রীনগরের ঠিকানার আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও, হাতে লেখা কিছু নোটস মিলেছে, যার অর্থ গোয়েন্দারা এখনও ডি-কোড করতে পারেননি বলেই জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে কাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল তা জানতে কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে, জাভেদ মুন্সির একাধিকবার দিল্লি যাত্রার তথ্য তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। কলকাতায় আসার আগে, দিল্লিতে কার সঙ্গে দেখা করেছিল জাভেদ, বর্তমানে তা জানতে মরিয়া বেঙ্গল এসটিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।
এদিকে ক্যানিং থেকে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল জাভেদের দাবি তদন্তকারীদের। এসটিএফ সূত্রে দাবি,তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মাটি ব্যবহার করে বাংলাদেশে ঢোকা। তাই ক্যানিং থেকে নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার ছক কষেছিল এই জঙ্গি। সুন্দরবনের জলসীমা ব্যবহার করেই সে বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

শিরিষপুর ফায়ারিং রেঞ্জে নিষেধাজ্ঞা

হাইলাকান্দি (অসম) ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দির অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত শিরিষপুর চা বাগানে অবস্থিত ফায়ার রেঞ্জে গুলি চালনা মহড়ার জন্য ২৬ ডিসেম্বর এবং ২৭ ডিসেম্বর প্রতিদিন সকাল ৬ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ওই ফায়ারিং রেঞ্জের ৫০০ মিটার বরাবর চতুর্দিকের এলাকায় গবাদি পশু নিয়ে জনসাধারণের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।। শ্রীভূমি জেলার সিআরপিএফ বাহিনীর গুলি চালনা মহড়ার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে.
হাইলাকান্দি এস কে রায় সিভিল হাসপাতালে ক্যান্সার শনাক্তকরণ শিবির
হাইলাকান্দি (অসম) ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.) :.আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হাইলাকান্দির এস কে রায় সিভিল হাসপাতালে প্রতি শনিবার ক্যান্সার রোগ সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এতে শিলচর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডা: অহিমিক বিশ্বাস রুগি দেখবেন। এছাড়া প্রতি বুধ বার হাইলাকান্দি আরবান হাসপাতালের ওপিডিতেও ড: অহিমিক বিশ্বাস থেকে চিকিৎসা নেওয়া যাবে বলে হাইলাকান্দি স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে।

সুন্দরবন ভ্রমণে এসে সমস্যায় পর্যটকরা, জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি না মেলায় হতাশ

ক্যানিং,২৬ ডিসেম্বর(হি.স.) : প্রতি বছর শীতের মরশুমে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ঢল নামে পর্যটকদের। কিন্তু এবার সুন্দরবন ভ্রমণে এসে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে অনেক পর্যটককেই। কারণ জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি মিলছে না। আর অনুমতি না মেলায় লোকালয় লাগোয়া নদী বক্ষে ভ্রমণ সেরেই ফিরতে হচ্ছে অনেককেই। সে কারণে ক্ষুব্ধ হতাশাগ্রস্থ পর্যটকরা।
গত ১ ডিসেম্বর থেকে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে প্রতিদিন ৫ হাজারের মত পর্যটক সহ ১৫০ মত লঞ্চ ও ভুটভুটি জঙ্গলে ভ্রমণের জন্য যেতে পারবেন। অনলাইনে বুকিং করেই তাঁরা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ও বন্য প্রাণ দেখার সুযোগ পাবেন। অনলাইনে নির্ধারিত পর্যটক সংখ্যা পূরণ হয়ে গেলেই আর মিলছে না বুকিং। ফলে সমস্যায় পড়ছেন পর্যটকরা। হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদেরকে, অথবা গভীর জঙ্গল লাগোয়া নদী, খাঁড়ির পরিবর্তে লোকালয় লাগোয়া এলাকায় নদীবক্ষে ভ্রমণ করেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে তাঁদেরকে। আগে অফলাইনে মিলত পর্যটকদের অনুমতি। কিন্তু সম্প্রতি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সম্পূর্ণ অনলাইনেই বুকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পর্যটক পিছু অনুমতি মূল্য, জলযানের অনুমতি মূল্য, গাইডের অনুমতি মূল্য সবই বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি। সে সবে সমস্যা না হলেও পর্যটকদের প্রবেশের উর্ধসীমা বেধে দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ সারা বছর সেই পরিমাণ পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন না, যতটা আসেন এই শীতের মরশুমে। এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১২ হাজারের বেশি পর্যটক আসছেন ভ্রমণে। সেখানে অর্ধেকের বেশি জঙ্গলের অভ্যন্তরে ভ্রমণের অনুমতি না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন।
সোদপুরের বাসিন্দা নির্মল সরকার, সুবোধ মজুমদাররা বলেন, "পরপর দুদিন চেষ্টা করেও অনলাইনে বুকিং করতে পারিনি। তাই হতাশ হয়েই এবার ফিরে যেতে হচ্ছে।"এদিকে এই সমস্যার ফলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদিনই বচসায় জড়াচ্ছেন পর্যটকরা। প্যাকেজ বুকিং করে এসে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁদের অনেকেই।ক্যানিংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলেন, " অন্তত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যদি বন দফতর এই উর্ধসীমার নিয়ম শিথিল করতো তাহলেও কিছুটা সামলানো যেত। এখন প্রতিদিনই পর্যটকদের সাথে ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। বেড়াতে এসে তাঁরা জঙ্গল দর্শন না করে ফিরে যাচ্ছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশও করছেন"।
সুন্দরবন ব্যাঘে প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, " জঙ্গলে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি পর্যটকদের ঢুকতে দিতে পারি না। কারণ ওখানে বন্য প্রাণ রয়েছে। অতিরিক্ত জলযান প্রবেশে পরিবেশে দূষণ বাড়বে। ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার জন্য, সুন্দরবনকে রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগে অফলাইনে বুকিং চালু থাকায় নিয়ম থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। কিন্তু এখন অনলাইনে সেই নিয়মের বাইরে কিছুই করা সম্ভব নয়।"

গভীর কুয়োয় আটকে তিন বছরের শিশুকন্যা, চলছে উদ্ধারকাজ

কোটপুতলি, ২৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজস্থানের কোটপুতলির কিরাতপুরা এলাকার বাদিয়ালি ধানিতে সোমবার দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ গভীর কুয়োয় পড়ে যায় তিন বছরের এক শিশু। সাতশো ফুট গভীর কুয়োয় শিশুটি প্রথমে ১৫ ফুট গভীরে পড়ে যায় এরপরে আরও নিচে নেমে যায়। উদ্ধারকাজ শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন। জয়পুর থেকে এসডিআরএফ টিমও ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভূপেন্দ্র চৌধুরীর মেয়ে চেতনা চৌধুরী বাড়ির পাশে খেলছিল। সেইসময় তার পা পিছলে যায় এবং সে খোলা কুয়োয় পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে পুলিশে খবর দেয়।
ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই সরুন্দ থানার পুলিশ ও প্রশাসন উদ্ধার তৎপর হয়। ডিএসপি রাজেন্দ্র বুরদক জানিয়েছেন, সারুন্দ থানার ইনচার্জ মোহাম্মদ ইমরান, চিকিৎসকের দল এবং অন্যান্য উদ্ধারকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। গভীর কুয়োর কাছে জেসিবি মেশিন দিয়ে খনন করা হচ্ছে। গভীর কুয়োর ভেতর থেকে একটা মেয়ের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গভীর কুয়োর ১৫০ ফুট ওপরে পাথর থাকায় এর ব্যাস কমে গেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাথরের উপরে মেয়েটি আটকা পড়ে থাকতে পারে। ডিএসপি বুরদক জানান, উদ্ধারের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করার সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

নতুন শিক্ষানীতি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নতুন শিক্ষানীতি, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফিরছে পাশ-ফেল। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফেল না করার নীতি প্রত্যাহার করল কেন্দ্র। পড়াশোনার মানোন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত, জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব।এবার থেকে পঞ্চম আর অষ্টম শ্রেণিতে হবে পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, না পারলে আরেকবার সুযোগ। পরীক্ষায় পাস-ফেল নিয়ে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের। পাশ করতে না পারলেও স্কুল থেকে বহিষ্কার নয়।কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে ক্লাস এইট পর্যন্ত ফেল না করানোর জন্য যে সিদ্ধান্ত চালু রয়েছে বর্তমানে তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে টানা পাশ করিয়ে দেওয়ার রীতি এতদিন ছিল তা বন্ধ হবে। বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হবে সমস্ত শ্রেণিতেই।তবে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে পরীক্ষার্থীদের। যদি কোনও পরীক্ষার্থী পাশ করতে না পারে তাহলে ফলপ্রকাশের পর ২ মাস সময় পাবে সে। এই ২ মাস পর আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। সেইবারেও উত্তীর্ণ হতে না পারলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে যাওয়া কিংবা অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে যাওয়ার সুযোগ পাবে না ওই পড়ুয়া। অর্থাৎ পাশ না করেও যে নতুন একটানা যে নতুন ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু ছিল তা এবার বন্ধ হতে চলেছে।কেন্দ্রের তরফে এও জানানো হয়েছে যে কোনও পড়ুয়া যদি পাশ করতে না পারে তাহলে তাকে পাশ করানোর দায়িত্ব স্কুলকেই নিতে হবে। অকৃতকার্য হওয়া ওই পড়ুয়াকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা যাবে না কোনও ভাবেই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফেল করলে কোনও পড়ুয়াকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা যাবে না।২০০৯ সালে ইউপিএ আমলে শিক্ষার অধিকার আইন, যে নীতি চালু হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৪ বছর পর্যন্ত কোনও পড়ুয়াকে ফেল করানো যাবে না।

দুর্ঘটনায় এড়াতে কালার স্ট্রিপ লাগানোর আবেদন

হাইলাকান্দি (অসম) ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় দুর্ঘটনায় এড়াতে যানবাহনে রিফ্লেক্টিভ কালার স্ট্রিপ লাগাতে প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। সোমবার জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে হাইলাকান্দি বাইপাসের প্রবেশমুখ লক্ষীরবন্দে ছয়টি গাড়িতে রিফ্লেক্টিভ কালার স্ট্রিপ লাগিয়ে এই আবেদন জানান। পাশাপাশি জেলা আয়ুক্ত যানবাহন দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন পথ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চালকদের মধ্যে প্রচার পত্র ও ব্যানার বিলি করেন। উল্লেখ্য দুর্ঘটনায় এড়াতে যানবাহনে ফগ লাইট, ইন্ডিকেটার এবং রিফ্লেক্টার থাকা বাধ্যতামূলক। রিফ্লেক্টিভ কালার স্ট্রিপ লাগানো এবং পথ সুরক্ষার প্রচার পত্র বিলির সময় এডিসি অমিত পারবোসা, ডিএসসি সুরজিৎ চৌধুরী, ডিটিও রূপমিলি টেরেঙপি সহ পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। এদিকে শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় দুর্বল দৃশ্য মানতার সময় কম গতিতে গাড়ি চালাতে। পরিবহন বিভাগ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। রাজ্যের সাহসী চিত্র সাংবাদিক স্যন্দন পরিবারের সদস্য প্রয়াত বুদ্ধ গুপ্তের স্মৃতিতে মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামীকাল (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এম বি বি কলেজের মাঠে (উপরের মাঠে) একদিনের এই আসরের উদ্বোধন হবে সকাল ৯টায়। সম্প্রতি আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ লটারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচি তৈরি করা হয়েছিল।

চিত্র সাংবাদিক বুদ্ধ গুপ্তের স্মরণে প্রতি বছরের মত এবারেও এই মিডিয়া ক্রিকেটের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর সর্বাধিক পঠিত বাংলা সংবাদপত্র স্যন্দন পত্রিকা।

লটারি অনুষ্ঠানে ঘোষিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ নাগেশ্বরী-এ বনাম এসপি-২ এর মধ্যে। ১৪ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত এবারকার টুর্নামেন্ট হবে নকআউট পদ্ধতিতে। ফাইনাল ম্যাচসহ মোট ১৩ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ২৭ আগামীকাল দিনভর প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেয়া হবে। নকআউট এই আসরের প্রতিটি ম্যাচ হবে সীমিত চার ওভারে। সিক্স-এ সাইড আসরে প্রতি দলে সর্বাধিক ৮ জনের লড়াই হবে বেশ জমজমাট।

এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ প্রাইজমানি পাবে ২ হাজার টাকা। রানার্স ট্রফি সহ ১৫০০ টাকা এবং ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট পাবে ট্রফি সহ ১০০০ টাকা।

এর সাথে সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার ও ম্যান অব দ্যা ফাইন্যালকেও পুরষ্কার দেয়া হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিক দৈনিক সংবাদের সুমন আচার্য ও ডেইলি দেশের কথার মিঠুন করকে এবং দুজন চিত্র সাংবাদিক সুমন দেবরায় ও প্রাণগোপাল আচার্য্যকে সংবর্ধিত করা হবে। স্যন্দন পত্রিকা ও টিভির পক্ষ থেকে বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামীকাল যথাসময়ে মাঠে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

হায়দ্রাবাদে অকাল বৃষ্টিতে মাঝপথে পরিত্যক্ত ত্রিপুরা - বাংলা, কেরালা - মধ্যপ্রদেশ ম্যাচ

ত্রিপুরা- ২০১/৭ বাংলা- ৪২/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হায়দ্রাবাদে অকাল বৃষ্টি। মাঝপথে পরিত্যক্ত হলো বিজয় হাজারে ট্রফির দুটি ম্যাচ ম্যাচ। ফলে ২-২ করে ভাগ হলো পয়েন্ট। হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। ওই রাজ্যের নেক্সজেন ক্রিকেট মাঠে হয়েছিলো ম্যাচটি, সকালে মাঠ ভিজে থাকায় দেরীতে খেলা শুরু হওয়ার পর বাংলা যখন ব্যাটিং করছিলো তখন পুনরায় আবার বৃষ্টি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি না কমায় ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়। ম্যাচে ত্রিপুরার ২০১ রানের জবাবে খেলা যখন বন্ধ হয় তখন বাংলা ৬.২ ওভার ব্যাট করে ৪২ রান করেছিলো। ত্রিপুরার অধিনায়ক মন্দীপ সিং ৯৪ রান করেন। বুধবার রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় ভিজে গিয়েছিল মাঠ। পাশাপাশি ২২ গজ ও কিছুটা ভিজে গিয়েছিল। ফলে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজের পর শুরু হয় খেলা। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ২৫ সে। বাংলার অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে ত্রিপুরাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ত্রিপুরার অধিনায়ক মান্দীপ সিংহের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে রাজ্য দল নির্ধারিত ২৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করে। ত্রিপুরাকে বড় স্কোর দিতে নিয়ে যেতে মুখ্য ভূমিকা নেন পেশাদার ক্রিকেটার মন্দীপ এবং জিওনজ্যোৎ সিং। তবে দুর্ভাগ্য মন্দীপের। দুরন্ত ব্যাট করলেও ছয় রানের জন্য শতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মন্দির ৫৬ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও ছয়টি বিশাল বড় বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৪ রান করেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে জিওনজোৎ সিং ৪৯ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯, মনি শংকর মুড়া সিং ১৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং এস শরৎ ১৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। বাংলার পক্ষে সায়ন ঘোষ ৩৩ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বাংলা ৬.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৪২ রান করার পর মুষলধারে বৃষ্টি নামে।

শেষে আর কেলা শুরু করা যায়নি। বাংলার পক্ষে অভিষেক পোরেল ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে এবং সুদীপ চ্যাটার্জি ৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার অভিজিৎ সরকার এবং অজয় সরকার ১ টি করে উইকেট দখল করেন। ২৮ ডিসেম্বর আসরে ত্রিপুরার চতুর্থ প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক গ্রাউন্ডে গ্রুপ লীগের অপর খেলায় বিহার ভি.জে.ডি মেথডে দিল্লিকে ১৭ রানে পরাজিত করেছে। তবে, জিমখানা গ্রাউন্ডে কেরালা মধ্যপ্রদেশের ম্যাচটিও মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়েছে।

সদর ক্রিকেটে দেব-এর ৫ উইকেট অনুরাগীকে হারিয়ে কর্নেলের চমক

ক্রিকেট অনুরাগী - ১৩৮ কর্নেল কোচিং সেন্টার- ১৪২/৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অঘটন ঘটালো কর্নেল কোচিং সেন্টার। পরাজিত করল ক্রিকেট অনুরাগীকে। সৌম্যদীপ মজুমদারের দায়িত্বশীল ব্যাটিং এবং দেব ভোমিকের বিধ্বংসী বোলিং এর সুবাদে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয় মাঠে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ১৩৮ রান করে।

দলের পক্ষে উদয়ন পাল ২৬ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, সায়ন দাস ৩০ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৫ এবং দেবরাজ মজুমদার ৬৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২২ রান।

কর্নেল কোচিং সেন্টারের পক্ষে দেব ভৌমিক ৩১ রানে পাঁচটি এবং ঈশান দাস ১৯ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে কর্নেল কোচিং সেন্টার ৩৬.৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সৌমজিৎ মজুমদার ৫৪ বল খেলে আটটি বাউন্ডারের সাহায্যে ৪০ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে স্নেহাশীষ বণিক ৫৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডার এর সাহায্যে ৩১, মনিশ নাগ ৫৩ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২৪ রান।

বক্সিং ডে টেস্টে নয়া নজিরের দোরগোড়ায় বিরাট, শচীনের রেকর্ড ভাঙার সামনে রাহুলও

বর্ডার গাভাসকর ট্রফির ফলাফল আপাতত ১-১। ফলে বক্সিং ডে টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টিম ইন্ডিয়ার জন্য। সেখানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন ভারতের দুই ব্যাটার কেএল রাহুল ও বিরাট কোহলি। আর মেলবোর্ন টেস্টে নয়া নজিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দুই তারকা। ভেঙে দিতে পারেন শচীন তেণ্ডুলকরের রেকর্ড। চলতি সিরিজে ছয় ইনিংসে ২৩৫ রান করেছেন রাহুল। গড় ৪৭। ব্রিসবেনে ৮৪ রান করে ভারতকে ড্র করতে সাহায্য করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, চলতি সিরিজে তিনিই ভারতের সর্বোচ্চ স্কোরার। এবার মেলবোর্নে ভেঙে দিতে পারেন শচীনের রেকর্ড। এর আগে ২০২১ ও ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন। বক্সিং ডে-তে দুটি সেঞ্চুরির রেকর্ড আছে শচীন তেণ্ডুলকর ও অজিঙ্ক রাহানের। সেটা যদিও অন্য দলের বিরুদ্ধে। এবার যদি মেলবোর্নে রাহুল সেঞ্চুরি করতে পারেন, তাহলে বক্সিং ডে টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরি হয়ে যাবে তাঁর।

শচীনের রেকর্ড ভাঙার সামনে আছেন বিরাট কোহলিও। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ফর্মের জোয়ার-ভাটা চলছে তাঁর ব্যাটে। মেলবোর্নে তাঁর আগের রেকর্ড যথেষ্ট ভালো।

সব মিলিয়ে ৩ ম্যাচে ৬ ইনিংসে তিনি করেছেন ৩১৬ রান। যদিও এমসিজি-তে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান রয়েছে শচীনের। ৫ ম্যাচে তাঁর রান ৪৪৯। ৩ ম্যাচে ৩৬৯ রান নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন অজিঙ্ক রাহানে। বিরাটের কাছে সুযোগ আছে রাহানের সঙ্গে শচীনকে টপকে যাওয়ার।

চলতি সিরিজে সেঞ্চুরি বাদ দিলে বাকি চার ইনিংসে কোহলির মোট রান ২৬। বারবার অফসাইডের বলে পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আউট হয়েছেন। তবে তিনি যে ঠিক ফর্ম খুঁজে পাবেন, তা নিয়ে নিশ্চিত রোহিত শর্মা।

নেটেও নিজেকে নিবিড় অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছিলেন বিরাট। এবার দেখার মেলবোর্নে তিনি চেনা ছন্দে ফিরতে পারেন কিনা?

মেলবোর্নের আকাশও কি জল ঢালবে? বক্সিং ডে টেস্টের পাঁচ দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া

ব্রিসবেন টেস্টে রোহিত শর্মাদের মুখরক্ষা করেছিল আবহাওয়া। বৃষ্টির জন্য ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের অধিকাংশ সময়ই নষ্ট হয়েছিল। মেলবোর্নের আবহাওয়া আগামী পাঁচ দিন কেমন থাকবে, তা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। কারণ বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির এই টেস্টের ফলাফলের উপর অনেকটাই নির্ভর করবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে রোহিত শর্মাদের খেলা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্ট। সে দিন মেলবোর্নের আকাশ থাকবে মেঘাচ্ছন্ন। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন আবহবিদেরা। শুক্রবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে মেলবোর্ন। পরের দিকে রোদ উঠবে। তবে সকালের দিকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। নয় শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সে দিন। খেলা বিঘ্নিত হতে পারে ম্যাচের তৃতীয় দিন। শনিবার মেঘে ঢাকা থাকবে মেলবোর্নের আকাশ। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে সে দিন। বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৪ শতাংশ। ম্যাচের চতুর্থ দিন অর্থাৎ আগামী রবিবারও মেলবোর্ন থাকবে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন। সে দিনও সামান্য বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহবিদদের অনুমান অনুযায়ী, সে দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা চার শতাংশ। ৩০ ডিসেম্বর, সোমবার ম্যাচের শেষ দিন। সে দিনও মেলবোর্নের আকাশ থাকবে মেঘ ভর্তি। হতে পারে বৃষ্টিও। যদিও খেলা নাও বিঘ্নিত হতে পারে। সম্ভাবনা পাঁচ শতাংশ।

সব মিলিয়ে ম্যাচের তৃতীয় দিন ছাড়া ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টের খেলা নির্বিঘ্নেই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যে কোনও সময় আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকেই। তবু দু'দলই মনে করছে মেলবোর্নের ২২ গজে ফলাফল হবে। সাজঘরে বসে কাটাতে হবে না ক্রিকেটারদের। ক্রিকেটপ্রেমীরাও উপভোগ করতে পারবেন ভারত-অস্ট্রেলিয়ার লাল বলের লড়াই।

সিনিয়র ন্যাশনাল বক্সিং ইউপি-তে, রাজ্যদলের শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ৬ থেকে ১৩ জানুয়ারি, উত্তর প্রদেশের বেরেলীতে পুরুষ বিভাগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিনিয়র ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ন রাজ্য দল অংশগ্রহণের জন্য টিম গঠন করা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় এনএসআরসিসি-র বক্সিং হল-এ ন সর্বমোট অর্ধশতাধিক প্লেয়ার এতে অংশগ্রহণ করেছে। তার থেকে মোট ১০ জনকে বাছাই করা হয়েছে ন ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে পাঁচ দিনের জন্য একটি কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করা হবে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত এন এস আরসিসির বক্সিং হল-এ এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে ন এই কোচিং ক্যাম্প থেকে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সিলেকশনের মাধ্যমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল গঠন করা হবে। শিবিরের জন্য নির্বাচিত প্লেয়াররা হলেন: জুয়েল মিয়া, বিজয় দেবনাথ, জয় দাস, সোল্লালিল হালম, পরিমল দাস, নবজিৎ ঘোষ, অদৃশ চক্রবর্তী, সঞ্জয় দাস, রুদ্রাক্ষ দেবনাথ এবং এস এস শায়েদ আতিকুল ইসলাম ন রাজ্য সংস্থার সচিব সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

ক্ষুদেদের ক্রিকেটে প্রগতিকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক জি বি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা তিন ম্যাচে জয়। অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক জি বি প্লে সেন্টারের। মোটকথা, জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই এগুচ্ছে জিবি প্লে সেন্টার। শক্তিশালী প্রগতি প্লে সেন্টারকে ৭ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে জিবি প্লে সেন্টার আজ, বৃহস্পতিবার এক প্রকার চমক দিয়েছে বলা চলে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এ গ্রুপের খেলা। নীপকো মাঠে সকাল নয়টায় ম্যাচের শুরুতে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভার শেষ হওয়ার চার বল আগে প্রগতি প্লে সেন্টার ১৬৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৮২ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। শ্রেষ্ঠাংশু ১০৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮২ রান পায়। জিবি প্লে সেন্টারের ঋদ্ধিমান দাস ৩৪ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অনীশ দেবনাথ পেয়েছে দুটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার বিশেষ করে অভয় ও ঋদ্ধিমানের জোড়া অর্ধশত রানে দলকে অনেকটা সহজেই জয় এনে দেয়। ৩২.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অভয় দেবের ৫২ বলে ৫২ রান এবং ঋদ্ধিমান দাসের ৫৩ বলে ৫১ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রগতি প্লে সেন্টারের ঋদ্ধিমান কর ৫৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

আবার নিশানায় কল্যাণ চৌবে

আবার বিতর্কে কল্যাণ চৌবে। ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন শাজি প্রভারকণ। সংস্থার প্রাক্তন সচিবের অভিযোগ অনৈতিক কাজ করেছেন কল্যাণ। ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ফেডারেশনের।

ভারতীয় ফুটবল সংস্থার এথিক্যাল কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন শাজি। এর আগে ২২ ডিসেম্বর শাজি অভিযোগ করেছিলেন, কল্যাণ নিজের পছন্দের লোকদের নিয়োগ করছেন।

লো-স্কোরিং ম্যাচে বাধারঘাটকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত মডার্ন একাডেমির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির। প্রথম ম্যাচে এন এস আর সিসি-র কাছে ১১০ রানে পরাজয়ের পর টানা দুই ম্যাচে যথাক্রমে ব্লাডমাউড ও আজ বাধারঘাট কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী দারুণভাবেই এগুচ্ছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এ গ্রুপের। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩১.২ ওভার খেলে ৭৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে প্রণদীপ সাহার ২৩ রান এবং অণুজিৎ দেবনাথের ২০ রান উল্লেখ করার মতো।

বাধার ঘাট কোচিং সেন্টারের মৃণাল সরকার চার রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। তবে স্বল্পরানের টার্গেট পেয়েও বাধারঘাট কোচিং সেন্টার বীরদর্পে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ২২.১ ওভার খেলে ৪৬ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নেয়। রোহিত সরকারের ১৪ রান ব্যক্তিগত সর্বাধিক ছিল।

মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির শুভদীপ দাস চার রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। এছাড়া নেতিক দেবনাথ পেয়েছে দুই রানে তিনটি উইকেট।

সদর ক্রিকেটে অক্ষিতের ব্যাটিংয়ে মৌচাককে হারিয়ে জয়ে ফিরলো এন এস আর সি সি

এন এস আর সি সি - ২২৬/৭ মৌচাক - ৬৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরলো নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টার। মোটকথা, এন এস আর সি সি তে ধরাশায়ী মৌচাক কোচিং সেন্টার। আসরে দ্বিতীয় জয় পেল জয় পেলো এন এস আর সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট। বৃহস্পতিবার নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এন এস আর সি সি ১৬১ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাবকে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এন এস আর সি সি নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২২৬ রান করে।

দলের পক্ষে অক্ষিত ঘোষ ৩৬ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে জয়দেব আচার্য্য ৫৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, রনক দাস ১৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং মোঃ আরমান মিঁয়া ৩৫ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় কুড়ি রান। মৌচাকের পক্ষে অরূপ দাস ২৫ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে আর সি সির বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ে মৌচাক গুটিয়ে যায় মাত্র ৬৫ রানে। দলের পক্ষে জয়রাজ ভট্টাচার্য্য ৫৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং অপাংশু দেব ৬৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। আর সি সি-র আয়ুষ বিশ্বাস চার রানে এবং দ্বীপ দেব নয় রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

খেলরত্ন পুরস্কারে বৈষম্যে'র অভিযোগ প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী তিরন্দাজের

মনু ভাকেরের পর এবার হরবিন্দর সিং। প্যারিস প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ী তিরন্দাজের নাম খেলরত্ন পুরস্কারের মনোনয়নে নেই। এবার বৈষম্য'-এর অভিযোগ তুলে সরব হলেন হরবিন্দর। সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি।

সেখানে তিনি লিখেছেন, 'খেলাধুলোর জগতে বৈষম্য। ২০২০-র প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ীরা মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০২৪-র প্যারালিম্পিকে সোনাজয়ীরা কেন পাবেন না? একই প্রতিযোগিতা, একই সোনা, একই গৌরব। কিন্তু পুরস্কারের ক্ষেত্রে বৈষম্য কেন?' সেখানে হরবিন্দর ট্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। জাতীয় তিরন্দাজি কোচ ও দ্রোণাচার্য্য সম্মানে ভূষিত জীবনজ্যোত সিং তেজাও হরবিন্দরকে খেলরত্ন দেওয়ার অনুরোধ করেছেন।

পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ওপেনে সোনা জিতেছিলেন ভারতের হরবিন্দর সিং। প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসাবে প্যারালিম্পিক থেকে সোনার পদক নিয়ে ফিরেছেন হরবিন্দর। টোকিও প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন হরবিন্দর। পরপর দুই প্যারালিম্পিকে পদক জেতার নজিরও গড়েছেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রীতি পালের সঙ্গে তেরঙ্গা পতাকা বহনের দায়িত্বেও ছিলেন হরবিন্দর সিং।

উল্লেখ্য, অলিম্পিকে জোড়া পদক পেয়েও মনু ভাকের মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাননি।

ভারতের হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং, প্যারালিম্পিকের সোনাজয়ী প্রবীণ কুমাররা মনোনয়ন পেয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রকের সূত্র বলছে, মনু নাকি আবেদনই করেননি। আবার মনুর বাবা বলছেন, তাঁরা আবেদন করেছেন। কিন্তু ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে কোনও জবাবই মেলেনি। এ নিয়ে ভারতীয় ক্রীড়ামহলে রীতিমতো ঝড় বয়ে গিয়েছে। সেখানে 'বঞ্চনা'র অভিযোগ তুলে সরব হরবিন্দরও।

অশ্বিনের অবসরে কমেছে বিকল্প

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর। মেলবোর্নে মুখোমুখি হবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেনের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম হলেও একটি জায়গা নিয়ে কিছুটা চিন্তিত ভারতীয় শিবির।বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা রান পাচ্ছেন না। শুভমন গিল, ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়ালেরাও প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারছেন না। তবু ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তিন ম্যাচের পর ফলাফল ১-১। টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে হলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর কোনও ম্যাচ হারলে চলবে না রোহিতদের। এই পরিস্থিতিতে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে নতুন পরীক্ষায় যেতে চাইছেন না গৌতম গম্ভীর। দেখে নেওয়া যাক অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে কেমন হতে পারে ভারতের প্রথম একাদশ।

ওপেনিং জুটি সম্ভবত মেলবোর্নেও পরিবর্তন করবে না ভারত। যশস্বীর সঙ্গে লোকেশ রাহুলই শুরু করবেন ইনিংস। তিন নম্বরে ব্যাট করবেন শুভমন। টপ অর্ডারে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। ফর্মে না-থাকা রোহিতকে শুরুতে নামিয়ে দলের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হোক, চাইবেন না গম্ভীর।ভারতের ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বরের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নিজের জায়গায় খেলবেন বিরাট কোহলি। আগের দু'টি টেস্টের মতোই পাঁচ নম্বরে ব্যাট করবেন পন্থ। তাঁর পর ছ'নম্বরে ব্যাট করতে আসবেন অধিনায়ক রোহিত। অনুশীলনে রোহিত বাঁ হাঁটুতে চোট পেলেও চিন্তার কিছু নেই বলে জানিয়েছে ভারতীয় শিবির। অর্থাৎ, ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

ব্যাটিং অর্ডারের সাত এবং আট নম্বরে দেখা যেতে পারে দুই অলরাউন্ডারকে। খেলার সম্ভাবনা বেশি নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং রবীন্দ্র জাডেজাকে। এই ম্যাচেও সম্ভবত সাজঘরে থাকতে হবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে। তৃতীয় টেস্টের পর রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবসর নেওয়ায় লড়াই কিছুটা কমেছে। ব্রিসবেনে চাপের মুখে জাডেজার ব্যাটিং এগিয়ে রাখবে তাঁকে।

ব্যাটিং অর্ডারের শেষ তিনটি জায়গা জোরে বোলারদের। এই জায়গায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজের খেলা নিশ্চিত। খেলবেন বাংলার আকাশ দীপও। ব্রিসবেনে প্রথম খেললেও তাঁর পারফরম্যান্সে খুশি গম্ভীর। আকাশের বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথও। তা ছাড়া ব্রিসবেনে আকাশের ব্যাটেই বেঁচে ছিল ফলো-অন। তাই হর্ষিত রানা বা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পক্ষে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন। সিরাজ সেরা ফর্মে না থাকলেও তাঁর উপর আস্থা রয়েছে রোহিতদের। পরিবর্ত হিসাবে প্রসিদ্ধের নাম নিয়ে আলোচনা হলেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। আকাশ ব্যাট করতে নামবেন ন'নম্বরে। ব্যাটিং অর্ডারের ১০ এবং ১১ নম্বরে থাকবেন সিরাজ এবং বুমরা।

মেলবোর্নে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাডেজা, আকাশ দীপ, মহম্মদ সিরাজ, যশপ্রীত বুমরা।

'কে বলেছে মেসি সেরা?' লিয়ো-ভক্তকে জবাব রোনাল্ডোর

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লিয়োনেল মেসি। আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সেরা দুই খেলোয়াড়। দু'জনের মধ্যে কে সেরা, তা নিয়ে চায়ের টেবিলে আলোচনার তুফান উঠতে পারে। সিআর সেভেন এবং এমএল টেনের মধ্যেও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঠান্ডা লড়াই অজানা নয় ফুটবলপ্রেমীদের। সেই বিতর্ক বাড়িয়ে রোনাল্ডোর প্রশ্ন, "কে বলেছে মেসি আমার থেকে ভাল?"

রোনাল্ডো এবং মেসিকে নিয়ে ফুটবল বিশ্ব আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত। রোনাল্ডোর ভক্তেরা মনে করেন, পর্তুগালের অধিনায়ক সেরা।

কাসারীপট্টিস্থিত সুন্দরী কালীর মন্দিরের সংস্কার কাজটি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : আজ কাঁসারী পট্টি স্থিত সুন্দরী কালীর মন্দিরের সংস্কার কাজটি পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা। সাথে ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ এলাকার কর্পোরেটর রত্না দত্ত ও অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, কাঁসারী পট্টি স্থিত রাজন্য আমলের কালী মন্দির পাড়ায় সুন্দরী কালীর মন্দির রয়েছে যা এলাকাবাসীর কাছে একটি জাগ্রত মন্দির হিসেবে মান্য। কিন্তু ২০০ বছরের পুরনো এই মন্দিরটির অর্ধেকটা অংশই মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় এই মন্দিরটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। বহিরাজ্য থেকে এই ধরনের প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের সহায়তায় এই কাজ চলছে। সম্প্রতি দশ টন ওজনের মন্দিরটিকে জেকের সাহায্যে উপরে তোলার ব্যবস্থা করেছে নিগম। তথ্য অনুযায়ী, প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকায় সংস্কার করা হচ্ছে এই মন্দিরটি।

মেয়র এ বিষয়ে বলেন, সুন্দরী কালীমন্দিরের মান্যতা রাজন্য আমল থেকে একইভাবে রয়েছে। এলাকার ভক্তপ্রাণ জনগণ যেন আবার মায়ের পুজো ভালোভাবে করতে পারেন তার জন্য মন্দিরটি নিগমের উদ্যোগে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে: মন্ত্রী শুক্লাচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পর কৃষকদের উন্নয়নস্বার্থে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে কৃষকদের উৎপাদিত ধান সহায়ক মূল্যে ক্রয়করা। আজ জোলাইবাড়ী সরকারিভাবে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, শান্তির বাজার মহকুমাশাসক কে সি গুপ্তা, জোলাইবাড়ী কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দত্ত সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্যসরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বাম আমলে কৃষকদের কোনো প্রকার সহায়তা করা হতো না। বাম আমলে কৃষকদের ধান উৎপাদন হলে বিশেষ তহবিলের নামে চাঁদা ও ধান সংগ্রহ করতো। বাম আমলে কৃষকদের দিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করতো। বর্তমানসময়ে রাজ্যে পালাবদলের পর রাজ্যসরকার কৃষকদের উন্নয়নস্বার্থে কাজকরেযাচ্ছে।

তাছাড়া, কৃষকদের জন্য কৃষান সন্মান নিধী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সার প্রদান করাহচ্ছে। তার পাশাপাশি কৃষকদের উৎপাদিত ফসল সরকারি ভাবে ক্রয় করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার কৃষকদের উন্নয়নস্বার্থে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজ যন্ত্রপাতি বিতরন করছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, গত আগষ্ট মাসে ভয়াবহ বন্যায় কৃষকরা সবচেয়ে বেশিক্ষতির সন্মুখীন হয়েছে। এই পরিমানে ক্ষতির পরেও কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষকরা পুনরায় ধান উৎপাদন করে সফলতা অর্জন করেছে। আগামী ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে এই ধানক্রয়ের কাজ। প্রতি কেজি ২৩ টাকা করে ধান ক্রয়ের কাজ চলছে।

হরিনাম যজ্ঞ ও মহোৎসব শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ ডিসেম্বর: ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে খোয়াই সুভাষ পার্ক সংলগ্ন বিমানবন্দর মাঠে সপ্তাহব্যাপী হরিনাম যজ্ঞ ও মহোৎসব শুরু হয়েছে। সুভাষ পার্ক বিমানবন্দর মাঠে সাত দিনব্যাপী শ্রী শ্রী হরিনাম যজ্ঞ ও মহোৎসবের আজ চতুর্থ দিন। গোটি গোটি পায়ে এই ঐতিহ্যবাহী হরিনাম যজ্ঞ ও মহোৎসব খোয়াইবাসীর প্রিয় মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানে পরিলক্ষিত হয় ভক্তদের ব্যাপক উপস্থিতি। এদিন আয়োজক কমিটি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সমগ্র খোয়াইবাসীর একান্ত সহযোগিতা এবং উপস্থিতি কামনা করেছেন।

কামরূপের হাজোয় আগুনে পুড়ে ছাই কৃষকের ধান

হাজো (অসম), ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত হাজো থানাধীন উখুরায় বুধবার রাতে সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বিপুল পরিমাণের ধান। সদ্য খেত থেকে ধানগুলি তুলে এনেছিলেন কৃষক মনসুর আলি। ঘটনা সম্পর্কে মনসুরের সন্দেহ, কোনও দুর্বৃত্ত মজুত করা তাঁর ধানে আগুন ধরিয়েছে। ধানগুলি তাঁর বাড়ির উঠোনে মজুত করেছিলেন। দু-একদিনের মধ্যে এগুলি মাড়াই দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি, কাঁদতে কাঁদতে বলেন মনসুর। বলেন, তাঁর খেতের ধানে গোটা বছর সংসার চলে, উদ্বৃত্ত কিছু বিক্রিও করেন। সব ধান পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ইঞ্জিন নিয়ে রাতেই মনসুরের বাড়ি ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। তাঁদের প্রচেষ্টায় কিছু ধান আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পশ্চিম জেলার অন্তর্গত আশা ও আশা ফেসিলেটরদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: পশ্চিম জেলার অন্তর্গত আশা ও আশা ফেসিলেটরদের বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার এবং পশ্চিম জেলার মেডিকেল অফিসার।

বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত আশা ও আশা ফেসিলেটরদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ৫ জন আশা কর্মী ও তিনজন আশা ফেসিলেটরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পশ্চিম জেলার সি এম ও সহ অন্যান্যরা।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন আশা ও আশা ফ্যাসিলেটররা আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রতিনিয়ত খোঁজখবর রাখেন এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে থাকেন। বিশেষ করে প্রসূতি মা শিশু যক্ষ্মা আক্রান্ত সহ প্রত্যেকের স্বাস্থ্যপরিসেবা সম্পর্কে তারা দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে মেয়র অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পশ্চিম জেলায় যারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছেন সেই পাঁচজনকে আজ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

দায়িত্ব গ্রহণ করেই অসহায় মানুষের পাশে থাকার কর্তব্য পালন করলেন গোলাঘাটির নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথ মানুষের পাশে থাকার দায়িত্ব পালন করলেন মন্ডল সভাপতি। অসহায় পরিবারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ব্যয় নিলো মন্ডল সভাপতি। গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন এলাকার অসহায় পরিবারের একমাত্র অর্থ উপার্জনকারী পরেশ সরকার গত কিছুদিন আগে মারা যান। পরিবারের অর্থ উপার্জন করার মত শুধু পরেশ সরকারই একমাত্র ভরসা ছিলেন। তার মৃত্যুতে গোটা পরিবারটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে।

পরেশের পরিবারে রয়েছে তার অসুস্থ স্ত্রী, বৃদ্ধা মা সহ দুই ছোট ছোট কন্যা সন্তান। পরিবারের কেউ উপার্জন করার মত শক্তি এবং পরিস্থিতি নেই। যার ফলে গোটা পরিবারটি এবং আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। পরেশ সরকারের শ্রাদ্ধ করার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই।

খবর পেয়ে গোলাঘাটির নবনিযুক্ত মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্ডল এর অন্যান্য কার্য্যকর্তারা সহ কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৃত পরেশ সরকারের বাড়িতে ছুটে যান। তারা মৃত পরেশ সরকারের স্ত্রীর সহ পরিবারের অন্যান্যদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন এবং তাদের অভাব অনটনের কথা বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন। পরে মন্ডল সভাপতির পক্ষ থেকে কিছু অর্থরাশী তুলে দেন মৃত পরেশ দেবনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে অসহায় পরিবারটির হাতে। তারা এদিন এই অসহায় পরিবারটির পাশে থেকে সব সময় সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে যাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

মাও সে তুং'র ১৩২ তম জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর : আজ সিপিএম রাজ্য দপ্তরে চিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড মাও সে তুং'র ১৩২তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য নেতা পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।প্রসঙ্গত, চীনের আগ্রাসন নীতি দিন দিন বাড়ছে। ভারত বিরোধী অবস্থানেররয়েছে চীন। এদিকে কিছুদিন পর পর ভারতের অরুণাচল প্রদেশ দখলের চেষ্টায় রয়েছে এই দেশ। তাই ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই চীন বিরোধিতায় সুর চড়াচ্ছে। কিন্তু ঠিক বিপরীতভাবে ভারত বিরোধী চিনের প্রশংসায় মুখর সিপিআইএম নেতৃত্ব পবিত্র কর ।আজ চিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতৃত্ব মাও সে তুং এর জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল সিপিআইএম নেতৃত্বরা। আগরতলা দশরথ ভবনে মাও সে তুং এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত সিপিআইএম নেতৃত্বগণ। এদিন চীনের প্রশংসা ঝরে পড়ে সিপিআইএম নেতৃত্ব পবিত্র করের গলায় ।সিপিআইএম নেতৃত্ব পবিত্র কর বলেন, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাজ চলছে, সেক্ষেত্রে মাও সে তুং বামপন্থীদের কাছে একজন শিক্ষক, প্রেরণাদায়ক। তাঁর থেকে শিক্ষা নিয়ে দলীয় নেতৃত্বে এগিয়ে যাবেন।

পুলিশ ও টিএসআর এর যৌথ অভিযানে ১ লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: গোপন অভিযানের উপর ভিত্তি করে প্রায় এক লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে মানিক্য নগর বেলুয়ারচর এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় কলমচৌড়া থানার পুলিশ এবং ১১ নং ব্যাটালিয়নের টিএসআর জওয়ান। এদিনের যৌথ অভিযানে মোট ছয়টি প্লটে ৩০ একর জমিতে গজিয়ে ওঠা প্রায় এক লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ অধিকারীক।

এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। থাম্মামুরার জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ। এদিন প্রায় ৫৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

ওসি সুব্রত দেবনাথ বলেন, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত থাম্মামুরায় গাঁজা চাষ করা হয়। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

এদিনের অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ ইন্সপেক্টর অরুপ দেববর্মা ও সাব-ইন্সপেক্টর অমর কিশোর দেববর্মা সহ ১১ নং টি এস আর বাহিনীর জোয়ান সহ সঙ্গে ছিলেন এস পি ও জওয়ানরাও।তিনি জানিয়েছেন, আরক্ষা দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই অভিযান জারি রাখতে হচ্ছে। গোপন খবর পেলে আগামীদিনে আরো অভিযান চলবে।

অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ! মহারাষ্ট্রে গ্রেফতার ১৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশ জুড়ে অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযান চলছে জোরকদমে। মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা এ বার একসঙ্গে ১৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল।

মহারাষ্ট্র পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকে মুম্বই, নভি মুম্বই, থানে এবং নাসিকের বিভিন্ন ঠিকানায় স্থানীয় থানাগুলির সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে ১৪ জন পুরুষ এবং তিন জন মহিলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে জাল আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড মিলেছে বলেও পুলিশের দাবি।

মহারাষ্ট্রে ১৭ জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতারের বিষয়ে বিজেপি নেতা কিরিট সোমাইয়া বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসের এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। তিনি মহারাষ্ট্র পুলিশ এটিএস এবং জেলা প্রশাসনকে বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে অবৈধভাবে বসতি স্থাপন করেছে। আমার মনে হয়, আগামী দিনে এই পুরো র‍্যাকেট ফাঁস হবে।'

যান্ত্রিক গোলযোগ! বেলগাছিয়া স্টেশনে থমকে গেল মেট্রো, পরে স্বাভাবিক

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্যস্ত সময়ে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল মেট্রোয়, বেলগাছিয়া স্টেশনে থমকে যায় মেট্রো পরিষেবা। পরে অবশ্য মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ব্লু লাইনে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা নাগাদ বেলগাছিয়া স্টেশনে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ডাউন লাইনে মেট্রো পরিষেবা আংশিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যস্ত সময়ে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

তবে গিরীশ পার্ক থেকে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। মেট্রো সূত্রে জানা যায়, যান্ত্রিক গোলযোগ দ্রুত ঠিক করা হয়। তার পর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ স্বাভাবিক হয় পরিষেবা।

মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পুরোহিত্বে তিনটি দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

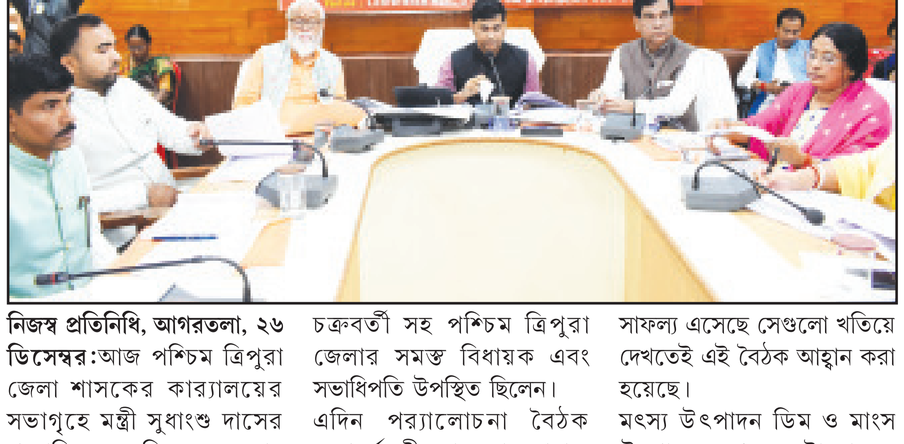

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর: আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্য্যালয়ের সভাগৃহে মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পুরোহিত্বে এস সি ওয়েলফেয়ার দপ্তর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরের পর্য্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই বৈঠকে দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমস্ত বিধায়ক এবং সভাধিপতি উপস্থিত ছিলেন।

এদিন পর্য্যালোচনা বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান, ২০২৪ সালে বাজেটে এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরের জন্য যে বাজেট গৃহীত হয়েছিল সেই বাজেটের অর্থ কতটা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে এবং কতটা সাফল্য এসেছে সেগুলো খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

মৎস্য উৎপাদন ডিম ও মাংস উৎপাদনে দপ্তর কতটা সাফল্য পেয়েছে তা পর্য্যালোচনা বৈঠকে তুলে ধরা হয়। বৈঠকে উপস্থিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র , ডেপুটি মেয়র এবং বিধায়কদের কাছ থেকেও তাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

সুরমায় শুরু হল কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৬ ডিসেম্বর: কমলপুরের সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বড়সুরমা তহশীলপাড়া মাঠ প্রাঙ্গনে বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে পাঁচদিন ব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু করলো সরকার।

দুর্গা চৌমুহনী কৃষি মহকুমা ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বড়সুরমা তহশীল মাঠ প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্য,জন সংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যান দপ্তরের সহযোগিতায় পাঁচ দিন ব্যাপী সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। ধান ক্রয় চলবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের তহশীল পাড়া মাঠ প্রাঙ্গনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সহায়ক মূল্যেধান ক্রয় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সুরমার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল। উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ কুমার দাস, কমলপুর মহকুমা শাসক জি, শরত নায়েক, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের বিডিও সুমিত দাস, দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

এবার প্রথম সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের তহশীল পাড়া মাঠে কৃষকরা ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে ধান এনে ক্রয়ের জন্য জমায়েত করেছেন। আশা করা যায় এবার তহশীল পাড়া মাঠে ৮ শো মেট্রিক টন ধান ক্রয় হবে। সরকারি ক্রয় মূল্য প্রতি কুইন্টাল ২,৩০০ টাকা। উদ্বোধন করে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের কৃষকরা এক ধাপ এগিয়ে চলছে। কৃষি কাজে কৃষকরা বিভিন্ন সন্মানে ভূষিত হয়েছেন। একটা সময়ে কৃষকরা বিভিন্ন দাবী নিয়ে না খেয়ে দেয়ে আন্দোলনের জন্য রাস্তায় নামতো। আজকে কৃষকদের আন্দোলন করতে হয় না। প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের পুরস্কার করছেন। কিষান নিধি চালু করেছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করলো "কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স"

আগরতলা, ২৬ ডিসেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করেছিল ''কংগ্রাচুলেসন্সঅ্যান্ড সেলিব্রেসন্স' - যা সত্যিই উৎসবের মরসুমের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়। ''কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স'' হল এই প্রতিষ্ঠানের এক বার্ষিক আয়োজন। উৎসবের মরসুমে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স থেকে ''শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার'' এবং ''চমক ভরা ধনতেরাস'' স্কিমে যে সব গ্রাহকরা গয়না কিনেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ভাগ্যবান বিজয়ীদের বেছে নিয়ে মেগা ড্র পুরস্কার দেওয়া হয়। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ও ধনতেরাস উৎসবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরা ও কলকাতার ৬টি শোরুমে কেনাকাটার সঙ্গে যে কুপন দেওয়া হয়েছিল তার থেকে ৩ টি লাকি ড্র কুপন বাছাই করা হয়। রাজ্য তথা দেশের গর্ব আরশিয়া দাস-এর হাত দিয়ে এই কুপনগুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল।এই বছর, যে ৩ জন ভাগ্যবান স্কুটি জিতে নিয়েছেন তাঁরা হলেন:১. সেবেরি দেববর্মা (G-১৫১৬) ২. রাজীব রুদ্র পাল (A-১২৩০)৩. রূপালী পাল (D-১৩০৭)। আজকের এই সুন্দর আনন্দ ও খুশির দিনে তাদের হাতে স্কুটিগুলো তুলে দেওয়া হয়।

'এই বছর, এই চমক আরো বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে - কারণ এটি ''স্বর্ণ সম্ভার'' স্কিমের ২২তম সংস্করণ, একইসঙ্গে ''চমক ভরজ্জ ধনতেরাস''-এর ১৯তম বর্ষের সংস্করণের শেষ পর্য্যায়ের উৎযাপন।' বলেছেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর রূপক সাহা। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের এই যাত্রায় এটা উল্লেখযোগ্য এক মাইলফলক। আর যাঁদের সাহায্যে এটা সম্ভব হয়েছে তাঁদের নিয়ে উদযাপন করার মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতেই হয় না।'

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা আরো বলেন, "ভাগ্যবান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দিতে পেরে আমরা খুব খুশি। একইসঙ্গে আজকের মেগা লাকি ড্র বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কারণ, গ্রাহকরা যেভাবে উৎসবের মরসুমের এই বিশেষ প্রমোশনে সাড়া দিয়েছেন, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে আরো ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।' এই ''কংগ্রাচুলেসন্স অ্যান্ড সেলিব্রেসন্স'''' আয়োজনটি সত্যিই আনন্দের সঙ্গে শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে এটাই বার্তা দিয়ে গেলো আগামী বছর বিবাহ আর উৎসবের মরসুম শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে আরো আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করা হবে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।